www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ২৩ আষাঢ় – ২৯ আষাঢ়, ১৪২৪ ঃ ৮ জুলাই – ১৪ জুলাই, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 37, 8 July - 14 July, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ২৫৫২-০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সমস্ত করের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সারা দেশে একই

হারে চালু হল জিএসটি বা গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স। সংসদের সেন্ট্রাল হলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মাঝরাতে বোতাম টিপে সূচনা করেন জিএসটি। অর্থমন্ত্রী সহ তাঁরা জিএসটি নিয়ে নিজেদের আশা ব্যক্ত করে বলেন এর ফলে ভারতের অর্থনীতি এক নতুন যুগে প্রবেশ করল।

রবিবার : ফের ভারতীয় জওয়ানদের তৎপরতায় খতম

দুই জঙ্গি। কাশ্মীরের অনন্তনাগে বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে নিহত হল লস্কর নেতা বশির লস্করি ও পাকিস্তানি জঙ্গি আবু জারার।

সোমবার : কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের

দেখা করানোর আর্জি ফের খারিজ করে দিল পাকিস্তান। এনিয়ে ১৪ বারেরও বেশি ভারতের এই আর্জি খারিজ করল পাকিস্তান।

মঙ্গলবার : আইনত ভ্রূণের বয়স ২০ সপ্তাহ হয়ে গেলে

গর্ভপাত করানো যায় না। কিন্তু গর্ভস্থ সন্তানের জটিল হৃদরোগ ধরা পড়ায় বারাসতের দম্পতিকে ২৬ সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও গর্ভপাতের অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট।

বুধবার : দিনভর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে জেরবার বসিরহাটে নামাতে

হল সেনা। রবিবার থেকে গোলমাল শুরু হলেও চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে প্রশাসন। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি গড়ায় রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রী দ্বৈরথে।

বৃহস্পতিবার : ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল দার্জিলিং। পরিবহন সংস্থা

এনবিএসটিসির অফিসে আগুন লাগানো হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় তৃণমূলের অফিসও। ৩ মোর্চা সমর্থক ও ৬ পুলিশকর্মী আহত হন।

শুক্রবার : কার্ড সহ নেট ও মোবাইল ব্যাঙ্কিং-এ প্রতারণা হলে

ব্যাঙ্কে তা জানাতে হবে তিনদিনের মধ্যে। সেক্ষেত্রে পুরো টাকাটাই ফেরত দিতে হবে ব্যাঙ্ককে। নির্দেশ দিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

চেপে যাওয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে তুলছে ক্ষোভ

শক্তি হারিয়ে বেআব্রু প্রশাসন

ওঙ্কার মিত্র

দার্জিলিং থেকে বসিরহাট। একই ছবি। একদল মানুষ ভাবছে প্রশাসন তাদের প্রতি উদাসীন। কোনও এক গোষ্ঠীকে মদত দিয়ে তাদের অবহেলা করা হচ্ছে। ফলে প্রশাসনের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন মানুষ। আইন হাতে তুলে নিচ্ছেন তাঁরা। বিশ্বাস, নিরপেক্ষতা ও শক্তি হারাচ্ছে প্রশাসন। দার্জিলিং-এর ভাষাভিত্তিক আন্দোলন থেকে সাম্প্রতিক বসিরহাটে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ একই কথা বলছে। রাজ্য জুড়ে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে সরকার একটি গোষ্ঠীকে মদত দিয়ে অন্য গোষ্ঠীকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে। অর্থাৎ নিরপেক্ষতা হারাচ্ছে প্রশাসন। নানা ভাষা, ধর্ম, খাদ্য, মতের বৈচিত্রময় ভারতবর্ষে যা চরম অপরাধ। সংখ্যাগুরুর প্রতি সংখ্যালঘুর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সংখ্যালঘুর প্রতি সংখ্যাগুরুর ভালোবাসাই গড়ে তুলতে পারে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। আর এই ঐক্য সুদৃঢ় করে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা এবং যে কোনও সংকটজনক পরিস্থিতি সামলাবার সাহস। এর বদলে যদি সরকার শাসক দলের স্বার্থ চরিতার্থ করতে যায় তাহলে সর্বনাশ ঘটতে বাধ্য।

বসিরহাটে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে রাজ্যপালের কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে গলা ফাটিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যাদের জন্য তাঁকে অপমানিত হতে হয়েছে তারা সাবধান। এরা কারা? এদের চিহ্নিত করে

> সংখ্যাগুরুর প্রতি সংখ্যালঘুর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সংখ্যালঘুর প্রতি সংখ্যাগুরুর ভালোবাসাই গড়ে তুলতে পারে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য।

মানুষের সামনে হাজির করুক প্রশাসন। মানুষ চিনে নিক এদের। ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে লাভ হবে না। কারণ রাজ্যটা কোনও দলের সম্পত্তি নয়। রাজ্যটা বাংলার মানুষের। আজ, কাল, পরশু দল পাল্টাবে। মানুষ পাল্টাবে না। উদাসীনতা প্রশাসনের মানায় না। সেই যে দলবল সহ গণ্ডগোলের মধ্যে পাহাড় থেকে নেমে এলেন মুখ্যমন্ত্রী, তারপর থেকে দার্জিলিং নিয়ে তিনি স্পিকটি নট। পাহাড়কে ফেলে রেখেছেন গোর্খাদের লাগামহীন তান্ডব আর প্রশাসনের ব্যর্থতার কাছে। বসিরহাটেও তাই। দুদিন ধরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়তে থাকলেও চেপে যাওয়ার প্রবণতায় উদাসীন থেকেছে প্রশাসন। ঠিক যেমনটি হয়েছিল ধুলাগড়ে। ফলে ক্ষোভ, উত্তেজনা বহু গুণ বেড়েছে। মুখ পুড়েছে রাজ্যের।

বহু কাঠখড় পুড়িয়ে বাম জমানার অনুন্নয়নের জগদ্দল পাথর সরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে নতুন সরকার এসেছে রাজ্যে। উন্নয়নের আলো দেখছে বাংলা। তার মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ মৌলবাদী শক্তি ডাম্পিং রাউন্ডে পরিণত হচ্ছে। যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে রাজনৈতিক শক্তিও। ফলে ক্রমশ পিছনের সারিতে চলে যাচ্ছে উন্নয়ন আর সামনের সারিতে উঠে আসছে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, ধর্মে ধর্মে সংঘর্ষ। এমন চলতে থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্ববঙ্গের স্বপ্ন অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়বে।

নিঃশব্দে বিজেপির উত্থান রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত ৬ বছরে তৃণমূল সরকার পশ্চিমবঙ্গে নানা ধরনের উন্নয়ন এবং সামাজিক পরিষেবা মূলক কাজ করেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। রাস্তা-ঘাট, হাসপাতাল, পরিবহন, কৃষি সবক্ষেত্রেই একটা 'পরিবর্তন' মানুষ উপলব্ধি করছেন। এছাড়া খাদ্যসাথী প্রকল্পে দু টাকা কেজি চাল, সবুজসাথী প্রকল্পে ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল প্রদান। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, সমব্যথী, গীতাঞ্জলী নানা প্রকল্পে মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। ক্লাব সংগঠনকে পাঁচ লক্ষ টাকার অনুদান এমনকী সাংবাদিকদের জন্য বছরে দেড় লক্ষ টাকার মাভৈঃ স্বাস্থ্য প্রকল্পও অনুমোদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের লোকশিল্পীদের জন্য লোকপ্রসার প্রকল্পে কয়েক হাজার দুঃস্থ লোকশিল্পী ভাতা পাচ্ছেন। মোদ্দা কথা হল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কিছু করতে চাইছেন। রাজ্যে প্রধান বিরোধী শক্তি বামফ্রন্ট আজ অস্তমিত। কংগ্রেসও অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। অন্যান্য দল গুলিও ধুঁকছে। ব্যতিক্রম ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। কেন্দ্র ও রাজ্য গোয়েন্দা সূত্রের খবর রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামের বুথে বুথে বিজেপি নিঃশব্দে সংগঠন বাড়িয়ে চলেছে। এত কিছু উন্নয়নের পরও বিজেপির উত্থান হচ্ছে কি করে? গোয়েন্দা সূত্রের খবর মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে কারও কোনও সংশয় নেই। কিন্তু সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা ভাবছেন বা তাদের ভাবানো হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের বিশেষভাবে তোষণ করছেন। গোয়েন্দা সূত্রের খবর বিভিন্ন এলাকায় ধর্মীয় মেরুকরণ তৈরি হচ্ছে। আগামী দিনে এই প্রবণতা আরও বাড়বে বলেই গোয়েন্দাদের আশঙ্কা।

বিজেপির নেতারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চলে অঞ্চলে বিস্তারক অভিযান শুরু করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ায় এখন বিজেপি মনোভাবাপন্ন বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সামনে রেখে জাতীয়তাবাদী নানা অডিও-ভিডিও ক্লিপিংসের জোরদার প্রচার শুরু হয়েছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে অনেক অরাজনৈতিক শিক্ষক, পুলিশ-প্রশাসনের আধিকারিক সেইসব ক্লিপিংস' তার পরিচিতদের 'হোয়াটসঅ্যাপে' বা ফেসবুকে শেয়ার করছেন।

রাজ্য গোয়েন্দা সূত্রের খবর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের নানা খতিয়ান তৃণমূল স্তরে প্রচারে নেতা-নেত্রীরা যতটা ব্যস্ত, তার থেকেও গোষ্ঠী কোন্দল, স্বজনপোষণেও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। গরিব মানুষদের সরকারি পরিষেবা দেওয়ার বিনিময়ে অনেকেই 'উৎকোচ' নিচ্ছেন। এমন অভিযোগেও গোয়েন্দাদের কানে গিয়েছে। ফলে দলীয় সংগঠন ক্রমশঃই নড়বড়ে হচ্ছে।

গত ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামের বুথে গুরুত্বের সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে। তৃণমূলের শক্ত দুর্গেও চোখে পড়েছে বিজেপির পতাকা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ভারতমাতার ছবি। অনেক জায়গায় বক্স চালিয়ে বাজানো হয়েছে জয় শ্রীরাম সিডি। বিক্ষুব্ধ তৃণমূল এবং সিপিএম কর্মীরা বিভিন্ন বুথে বুথে বিজেপি নিয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ সূত্রের খবর, এখন 'ইয়ং জেনারেশন' ক্রমশই বিজেপির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। এই প্রবণতা চলতে থাকলে আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচনে তৃণমূল বড় ধাক্কা খেতে পারে। সম্প্রতি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনই এখন বিজেপির মূল 'টার্গেট'।

গোয়েন্দা সূত্রের খবর

এ তরজা বাংলার সংস্কৃতি বিরোধী

পার্থসারথি গুহ

রাজ্যপাল বনাম মুখ্যমন্ত্রী। এই তরজা নিয়ে এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি। অনভিপ্রেত কিছু কথাবার্তা হঠাৎ করেই শিরোনামে। গোষ্ঠী সংঘর্ষের মতো ঘটনা থামানোর জন্য সক্রিয় রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রীর

মনীষীদের চোখে এটাই বাংলার সংস্কৃতি

বিষোদাগার। আর তার জেরে স্কুলের বাচ্চাদের মতো নালিশ, পালটা নালিশ। একদিকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আড়াআড়ি বিভাজন রেখা তৈরি হওয়া, অপরদিকে রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রীর কাজিয়া এই দুয়ের সাঁড়াশি চাপে নাজেহাল গর্বের বঙ্গ সংস্কৃতি।

আজকের অনেক কৃতী ছাত্র-ছাত্রী বা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত কাউকে জিজ্ঞেস করলে দেখবেন নিজেদের সেইসব শিক্ষকদের কথা এখনও তাঁরা স্মরণ করেন যাঁদের বকুনি ও আন্তরিকতার সংমিশ্রণ তাঁদের জীবনকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বাড়িতেও গুরুজনদের কানমলা না খেলে জীবনের উত্তরণের সোপানটা হয়তো অধরা থেকে যেত। অথচ কেউ কেউ আছেন গুরুজনদের বা অভিভাবকদের কথাতে কিছুতেই কর্ণপাত করেন না। এঁদের পরিণামও মোটেই সুবিধার হয় না। অভিভাবকরা নিজে থেকে যখন কোনও পরামর্শ দেন তখন বুঝতে হবে তার যথেষ্ট সারমর্ম রয়েছে। অথচ এই সরল সত্যিটাই উপলব্ধি করতে চান না কেউ কেউ। হয়তো ক্ষমতার মিথ্যা দম্ভ তাঁদের সেই মুহূর্তে মানসিকভাবে জড় করে তোলে। অতি সম্প্রতি এই চিত্রটাই চোখে পড়ছে আমাদের রাজ্যে। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর ফোনালাপ নিয়ে এখন বির্তক তুঙ্গে রাজ্য জুড়ে। অবাক লাগছে রাজ্যের দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব যখন নিজেদের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন তখন তা প্রকাশ্যে আসছে কি করে। হতে পারে রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মত মিলছে না। তাই বলে সেসব গোপন কথা ঘটা করে জানাতে হবে। হ্যাঁ, বলতে দ্বিধা নেই এই সীমারেখা উলঙ্ঘন করলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীই। তাও কিনা সাংবাদিক সম্মেলন করে রীতিমতো ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে রাজ্যপালের সমালোচনায় (বলা উচিত ভর্ৎসনা) নামলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরপর পাঁচের পাতায়

মাছ ধরার জালে ১২ শতাংশ জিএসটি, সঙ্কটে রাজ্যের ধীবররা

মেহেবুব গাজী, কাকদ্বীপ : মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার জন্য যে জাল ও দড়ি ব্যবহার করেন তার ওপর ১২ শতাংশ হারে জিএসটি ধার্য করা হয়েছে। ফলে সমস্যায় পড়েছেন এ রাজ্যের লক্ষাধিক প্রান্তিক মৎস্যজীবী। কিন্তু এতদিন জাল ও দড়ির ওপর কোনও কর দিতে হত না। এই কর বৃদ্ধির ফলে বাড়তে চলেছে সামুদ্রিক মাছের দাম। কর মুকুবের দাবি নিয়ে ইতিমধ্যে এ রাজ্যের বিভিন্ন মৎস্যজীবী সংগঠন কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু এখনও সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি মন্ত্রক।

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের অধীন ওই সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরা। শেষ মুহূর্তে সারের ওপর কর ছাড় পাওয়ায় মৎস্যজীবীরাও আশা করছেন তারাও সুবিচার পাবেন। রাজ্যের একাধিক মৎস্যজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি মন্ত্রকের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, 'সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরা কৃষি মন্ত্রকের অধীন। সারের কর কমানো হয়েছে। আশা করব জালের কর মুকুব করা হবে। মৎস্যজীবীদের কাছে এই কর বৃদ্ধি

একটা বড় ধাক্কা। এ বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে।' এ রাজ্যে বড় ট্রলার-সহ দাঁড় টানা নৌকাতে করে মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল কাকদ্বীপ, নামখানা, রায়দিঘি, সুন্দরবন, দিঘা, কাঁথির মৎস্যজীবীরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে জোকা ওপেডের জয়

দশ বছর পরে জলাশয় ফেরানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ জুন বাম আমলে ভরাট হওয়া পুকুর পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে খুঁড়ে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখে প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রে ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর এজলাসে রুজু হওয়া জোকা অর্গানাইজেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (জোকা ওপেড)-এর অভিযোগ ও আবেদনের ভিত্তিতে এই রায় দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতিদ্বয় রাজ্যের মৎস্য দফতরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন অবিলম্বে ভরাট করা জলাশয় কেটে ফের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে। এর জন্য খরচের পরিমাণ দু সপ্তাহের মধ্যে নির্ধারণ করে দেবে কলকাতা পুরসভা। পুকুরটি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সময় আদালত পুলিশ কর্তৃপক্ষকে মৎস্য দফতরের আলিপুরের সহকারী নির্দেশককে সমস্ত রকম সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই কাজে সবরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে পুলিশ প্রশাসনকে। এলাকার শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় তার ব্যবস্থাও করবে পুলিশ প্রশাসন। আদালতে এই খনন সংক্রান্ত রিপোর্ট আগামী ২১ জুলাই পেশ করার নির্দেশ দেন বিচারপতিরা।

এর ফলে অবৈধ পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে পরিবেশ কর্মীদের আন্দোলন সফলতা লাভ করে। স্থানীয় জনগণ এজন্য জোকাওপেডের সদস্যদের সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই অবৈধ পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে আলিপুর বার্তাতেও সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোনও কিছুই টলাতে পারেনি সরকারি প্রশাসনকে। নির্বিবাদে ভরাট হয়ে গিয়েছে একটি প্রাচীন জলাশয়। মৎস্য দফতর আইন থাকা সত্ত্বেও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

উল্লেখ্য, তৎকালীন জোকা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জোকা মৌজায় ৭৫৭ দাগ নম্বরে অবস্থিত দশ কাঠার জলাশয়টি বহু পুরানো। এই জলাশয়টির শান বাঁধানো ঘাটে স্থানীয় মানুষ স্নান থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে এটিকে ব্যবহার করতেন। প্রয়াত শান্তিসুধা অধিকারী ও অর্পা দাসের কাছ থেকে জলাশয় এবং সংলগ্ন মোট তেরো কাঠা আট ছটাক জমি স্থানীয় বাইশ বিঘা কল্যাণনগড় বার্মা কলোনির বাসিন্দা সুনীল হালদার ও তার পত্নী অনিমা হালদার ২০০৭ সালে কিনে ধীরে ধীরে ভরাট করা শুরু করেন।

জোকা ওপেডের নিষেধাজ্ঞা না শুনে রাতের অন্ধকারে অল্প অল্প করে ভরাট হতে থাকে জলাশয়। জোকা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু কেউই পুকুর ভরাট বন্ধ করতে এগিয়ে আসে নি। বরং তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান জমির চরিত্র বদল করার জন্য পুকুর ভরাটকারীকেই সাহায্য করেন।

এই অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে জোকা ওপেডের পক্ষ থেকে এরপর দক্ষিণ ২৪

পরগনার জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, মৎস্য দফতর, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, তৎকালীন মৎস্যমন্ত্রী এবং সবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে জানালেও কোনও প্রতিকার হয় না। পুকুরটি ভরাট হয়ে সেখানে তৈরি করা হয় একটি টিনের গোডাউন।

২০১১ সালে সরকার বদল হতে জোকা ওপেড এ বিষয়ে আবার সরব হয়। জোকা ওপেডের প্রবীণ ব্রিগেডের ডাঃ এস কে বিশ্বাস, অজিত সুর, ডঃ তড়িৎ দত্ত, রমেন্দ্র সাহা, শঙ্কর দে, যুব ব্রিগেডের সমীর শিকদার, নিমাই পাল, তপন পাল, বিশ্বজিৎ সাহা, বাসুদেব মন্ডল, শ্যামলেন্দু দাস এবং মহিলা ব্রিগেডের মমতা দত্ত, শ্রাবণী সাহু, বরুণা দাস, সুনীলবরণ মিত্র, মমতা মন্ডল প্রমুখ এই জলাশয় ভরাট বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মৎস্য দফতরে ফের অভিযোগ দায়ের করা হয়। মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা সহ বিভিন্ন আধিকারিকের সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এবার মৎস্য দফতর নড়ে চড়ে বসে। শুরু হয় তদন্ত। তদন্তে প্রমাণিত হয় পুকুরটি বোজানো হয়েছে। ইতিমধ্যে জোকা অঞ্চল কলকাতা পুরসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সেখানেও বহু অভিযোগ জানানো হয়। পুরসভা এবং মৎস্য দফতর পুনরায় যুগ্মভাবে তদন্ত করে। উঠে আসে পুকুরটি বে-আইনিভাবে পুকুর ভরাটের তথ্য। পুকুরটি খুঁড়ে দেওয়ার জন্য তিনটি নোটিশও দেওয়া হয়। হরিদেবপুর থানায় রাজ্য মৎস্য দফতর এবং কলকাতা পুরসভা আলাদা আলাদাভাবে দুটি এফআইআর দায়ের করে। শুরু হয় পুলিশি তদন্ত। অবশেষে পুলিশ ২০১৩ সালে আলিপুরে এসিজেএম আদালতে মামলা দায়ের করে সুনীল ও অনিমা হালদারের বিরুদ্ধে। কিন্তু এতদিনেও মামলার বিশেষ অগ্রগতি না হওয়ায় জোকা ওপেড কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। এই মামলা দায়ের হওয়ার পর চলতে থাকে ভয় দেখানো ও হুমকি প্রদর্শন। হরিদেবপুর থানায় দুটি ডায়েরিও করা হয়। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের গোচরে ভীতি প্রদর্শনের বিষয়টি নিয়ে আসেন ওপেডের দুই আইনজীবী কল্লোল বসু এবং সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে জোকা ওপেডের প্রবীণ আন্দোলনকারীরা জানান এই জয় পরিবেশ আন্দোলনের জয়। এই জয় সকল পরিবেশপ্রেমীকে উৎসর্গ করা হল। একদিকে যেমন পরিবেশ আন্দোলনকারীরা এতে অক্সিজেন পাবে তেমনই জলাশয় ধ্বংসকারীদের কাছে বিশেষ বার্তা যাবে যে জলাশয় বোজানোর ৯-১০ বছর পরেও বোজানো জলাশয় ফিরিয়ে দিতে হতে পারে। সুতরাং বুঝে-সুঝে এ ব্যাপারে পা ফেলবে তারা। হাইকোর্টের প্রতি তারা কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে সকলেই জানালেন যে মুখ্যমন্ত্রী ও মৎস্যমন্ত্রীর প্রতিও তারা কৃতজ্ঞ।

Alipur Barta: 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 37, 8 July - 14 July, 2017

সমান্তরাল গল্পগাছা তৈরি হচ্ছে বুল–বেয়ারের খেয়োখেয়িতে

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

এখন যে জায়গায় চলে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার তাতে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যাঁরা পথ বাতলে দেন বাজারের তাঁদের এই বিভাজনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই তীব্র আকারের বুল–বাজারে এমন সব নানা ঘটনা–প্রতি ঘটনা ঘটতেই থাকে অহরহ, যা চমকে দেয় সাধারণ লগ্নিকারীদের। এমতাবস্থায় নিফটি সম্পর্কে চালু দুটি ভবিষ্যতবাণী হল, হয় নিফটি ১০ হাজার পেরোবে আগামী মাস খানেকের মধ্যে। আর না হলে ব্যাক গিয়ার দিয়ে বড়সড় কারেকশন বৃত্তে প্রবেশ করবে। অপর মত পোষণকারী অংশের মতে ভারতের শেয়ার বাজারে গত ৫ মাসে যা উত্থান হওয়ার সবটাই হয়ে গিয়েছে। এবার উলট পুরাণের পালা। টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতত ৯৫০০ হচ্ছে বড় সাপোর্ট। এই জায়গাটা ভেঙে বাজার যদি ক্রমাগত বন্ধ দিতে থাকে তবে অচিরেই ৯ হাজার ভেঙে দিতে পারে নিফটি। সেক্ষেত্রে ৮৬০০ চলে আসাটাও অসম্ভব নয়।

আসলে এই বাজারের গতিবিধি ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্তত পক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে।

এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে। তা বলে সব কিছুই এইরকম আন্দাজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখদর্পণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে।

আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ। আবার বুল ও বেয়াররাও শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। মাঝেমধ্যে বাজারের ওপর–নিচ নিয়ে এঁদের মধ্যে খন্ডযুদ্ধও বেঁধে যায়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ জুলাই – ১৪ জুলাই, ২০১৭

মেষ : নতুন বন্ধু লাভ, গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনেরমত ফল পাবেন না। সপ্তাহের শেষের দিক থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। কর্মে সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

বৃষ : বিবিধ সমস্যা এলেও নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারবেন। যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মিথুন : শারীরিক দিক থেকে সুস্থ থাকবেন না। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক দিক থেকে সাবধান থাকবেন। ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন । কর্মস্থলে সতর্ক থাকতে হবে। পড়াশুনায় মান বসতে চাইবে না। সাবধানে চলবেন।

কর্কট : শিক্ষায় শুভফল পাবেন। মনের জোরে এগিয়ে চলুন, কর্মস্থলে সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে খুব বুঝে হাত দেবেন। বিবাহযোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে।

সিংহ : আপনার চিন্তাধারা সুদূর প্রসারী, কিন্তু খনও অনেক বাধা অতিক্রম করে তবে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত মন পাওয়া যাবে না। কর্মে শুভযোগ।

কন্যা : আপনাকে ঝড়ের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব অতি সতর্কে অগ্রসর হবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শত্রুতা করার চেষ্টা করলেও কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। সঞ্চয়ে বাধা, লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যয়াধিক্য।

তুলা : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। মনের কথা কাউকে জানাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে অর্থ লাভের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম ও পদোন্নতির যোগ আছে।

বৃশ্চিক : সময়টি এখন কিছুটা ভাল যাবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে যাবেন না। শিক্ষায় বাধার মধ্যেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ রয়েছে।

ধনু : অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে যাবেন না। ক্ষতি হতে পারে। বহু কাঠ–খড় পুড়িয়ে তবে অর্থ রোজগার করতে হবে। শত্রুরা প্রবল ক্ষতি করার চেষ্টা করবে সতর্ক থাকবেন। ব্যয় বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ দেখা যাচ্ছে না।

মকর : শত বাধা এলেও আপনি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। নূতন বন্ধু লাভ ও গৃহভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

কুম্ভ : অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটতে পারে। সতর্কে না চললে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় ক্ষতির যোগ।

মীন : ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধা আসবে আর্থিক বিষয়ে তেমনি শুভ ফল পাবেন না। সুনাম ও ক্ষতির যোগ রয়েছে। শারীরিক বিষয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে।

কাজের খবর

গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ১৪১৯২

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে ১৪,১৯২ জন অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া হবে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। পরীক্ষাটি নেবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)। এই পরীক্ষায় সফল হলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৫৬টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে গ্রুপ–এ অফিসার (স্কেল ওয়ান, স্কেল টু এবং স্কেল থ্রি) এবং গ্রুপ–বি অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদে নিয়োগ পাওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

দেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি পেতে আগ্রহীদের আইবিপিএস–এর এই অনলাইন পরীক্ষায় সফল হতে হবে। পরীক্ষায় সফলরা স্কোর কার্ড পাবেন। এই স্কোর বৈধ থাকবে ইস্যু হওয়া তারিখ থেকে ১ বছর। এই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য যখন বিজ্ঞাপন দেবে, তখন সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে শুধু আইবিপিএস–এর পরীক্ষায় বৈধ স্কোর কার্ডধারীরা আবেদন করতে পারবেন। অন্তত কত স্কোর থাকলে আবেদন করা যাবে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে নিয়োগকারী ব্যাঙ্ক। এরপর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক গ্রুপ ডিসকাশন, ইন্টারভিউ প্রভৃতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী বাছাই করবে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক আইবিপিএস–এর এই পরীক্ষার নাম 'কমন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব অফিসার্স (স্কেল ওয়ান, টু অ্যান্ড থ্রি)। অ্যান্ড অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) ইন রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কস।'

মনে রাখবেন, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিসার স্কেল ওয়ান পদের ক্ষেত্রে যে–রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শূন্যপদে দরখাস্ত করবেন, প্রার্থীকে সেই এলাকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণিতে সেই ভাষা পড়ে থাকতে হবে। অবশ্য যাঁরা স্থানীয় ভাষা জানেন না, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কাজে নিয়োগের ৬ মাসের মধ্যে তাঁদের সংশ্লিষ্ট ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। আর আরবি বোর্ডের অনুমতিক্রমে এই মেয়াদ বাড়তে পারে।

আইবিপিএসের ৫৬টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দু'টি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রয়েছে। এগুলি হল : বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (মুর্শিদাবাদ), পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (হাওড়া)। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা এই দুটি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ছাড়াও অসমের লাংপি দেহাঙ্গি রুরাল ব্যাঙ্ক (দিফু)–এও আবেদন করতে পারবেন, সেখানকার অন্যতম স্থানীয় ভাষা বাংলা। এছাড়া ইংরেজি স্থানীয় ভাষা হিসেবে গ্রাহ্য অরুণাচল প্রদেশ রুরাল ব্যাঙ্ক (নাহারলাগুন) ও নাগাল্যান্ড রুরাল ব্যাঙ্কে (কোহিমা)। ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা এই ব্যাঙ্কগুলিতেও আবেদন করতে পারবেন। পাশাপাশি, হিন্দি স্থানীয় ভাষা হিসেবে গ্রাহ্য, এমন গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি হল : এলাহাবাদ ইউপি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (বান্দা), বরোদা রাজস্থান ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (আজমের), বরোদা ইউ পি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (বান্দা), বরোদা রাজস্থান ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (রায়পুর), এলাকুয়াই দেহাতি ব্যাঙ্ক (শ্রীনগর), গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অব আর্যাবর্ত (লখনউ) হিমাচল প্রদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (মান্ডি), ঝাড়খন্ড গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (রাঁচী), কাশী গোমতী সংযুক্ত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (বারাণসী), মধ্য বিহার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (পাটনা), মধ্যাঞ্চল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (সাগর), নর্মদা ঝাবুয়া গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (ইন্দোর) প্রথমা ব্যাঙ্ক (মোরাদাবাদ), পূর্বাঞ্চল ব্যাঙ্ক (গোরখপুর), রাজস্থান মরুধর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (যোধপুর), সর্ব হরিয়ানা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (রোহতক), সর্ব ইউপি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (মিরাট), উত্তর বিহার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (দেরাদুন), বনাঞ্চল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (দুমকা)। এর মধ্যে এলাহাবাদ ইউপি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বরোদা ইউপি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও উত্তরাখন্ড গ্রামীণ ব্যাঙ্কে সংস্কৃতও স্থানীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। এখানে স্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা যে–গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে স্বীকৃত, তার শূন্যপদের বিস্তারিত বিন্যাস দেওয়া হল।

পদ ও ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট : বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৪৪টি (সাধারণ ২২, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১২)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৬৮টি (সাধারণ ৩৪, তফসিলি জাতি ১৬, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি এবং দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। লাংপি দেহাঙ্গি রুরাল ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ২৩টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৬)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

অফিসার স্কেল–১ (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) : বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ১৩৩টি (সাধারণ ৬৭, তফসিলি জাতি ২০, তফসিলি উপজাতি ১০, ওবিসি ৩৬)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৪টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৭৪টি (সাধারণ ৩৭, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ২৫)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। লাংপি দেহাঙ্গি রুরাল ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)।

অফিসার স্কেল–২ (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) : পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৩১টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৮)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত।

অফিসার স্কেল–৩ পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৯টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের ক্ষেত্রে : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। সঙ্গে যে এলাকার ব্যাঙ্কে নিয়োগ পেতে চান সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণিতে একটি বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

অফিসার স্কেল–ওয়ান (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) পদের ক্ষেত্রে : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল। এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্ট্যান্সি— যে কোনও একটিতে স্নাতক হলে অগ্রাধিকার। কম্পিউটার জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। সঙ্গে যে এলাকার ব্যাঙ্কে নিয়োগ পেতে চান সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণিতে একটি বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে। কম্পিউটার–জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

অফিসার স্কেল–টু (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) পদের ক্ষেত্রে : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। ব্যাঙ্কিং ফিনান্স, মার্কেটিং, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্ট্যান্সি— যে কোনও একটিতে স্নাতক হলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে যে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসেবে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

অফিসার স্কেল–টু (স্পেশ্যালিস্ট অফিসার) পদের ক্ষেত্রে : আইটি অফিসার : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ইলেক্ট্রনিক্স বা কমিউনিকেশন বা কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি— যে কোনও একটিতে স্নাতক বা সমতুল। এএসপি, পিএইচপি, সি++, জাভা, ভিবি, ভিসি, ওসিপি ইত্যাদি কম্পিউটার সংক্রান্ত সার্টিফিকেট কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট : ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অব ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েট (সিএ)। সঙ্গে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। ল অফিসার : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ আইনে স্নাতক বা সমতুল। সঙ্গে ওকালতি অথবা কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে ২ বছরের অভিজ্ঞতা। মার্কেটিং অফিসার : স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিংয়ে এমবিএ ডিগ্রি। সঙ্গে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। ট্রেজারি ম্যানেজার : চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন সহ এমবিএ। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। এগ্রিকালচারাল অফিসার : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ডেয়ারি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ফরেস্ট্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার— যে কোনও একটি বিষয়ে ব্যাচেলর্স ডিগ্রি বা সমতুল। সঙ্গে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

অফিসার স্কেল–থ্রি (সিনিয়র ম্যানেজার) পদের ক্ষেত্রে : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ যে কোনও বিষয়ে স্নাতক বা সমতুল। ব্যাঙ্কিং, ফিনান্স, মার্কেটিং, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্ট্যান্সি— যে কোনও একটি বিষয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসেবে ৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা।

বয়স : ১–৭–২০১৭ তারিখে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৮–২৮ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের ক্ষেত্রে ১৮–৩০ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–টু পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–থ্রি পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর, বিধবা, ডিভোর্সি এবং আইনত বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলারা শুধুমাত্র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৯ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

লিখিত পরীক্ষার ধরনধারণ : প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের ক্ষেত্রে দু'পর্যায়ে। অফিসার স্কেল–টু ও থ্রি–র ক্ষেত্রে একটিই পরীক্ষা হবে। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অফিসার–স্কেল ওয়ান পদের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে যথাক্রমে ১৭, ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর (কর্তৃপক্ষ মনে করলে) এবং ৯, ১০ ও ১৬ সেপ্টেম্বর (কর্তৃপক্ষ মনে করলে)। মেন পরীক্ষা হবে অফিসার পদের ক্ষেত্রে ৫ নভেম্বর এবং অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১২ নভেম্বর।

প্রিলিমিনারি অনলাইন পরীক্ষায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) ও অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৪০ নম্বরের রিজনিং ও ৪০ নম্বরের নিউমেরিক্যাল এবিলিটি। সময় ৪৫ মিনিট।

মেন পরীক্ষায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৪০ নব্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, ৪০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দু'ঘন্টা।

অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, ৪০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দু'ঘন্টা।

অফিসার স্কেল–টু (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ৪০ নম্বরের ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় আড়াই ঘন্টা।

অফিসার স্কেল–থ্রি পদের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ৪০ নম্বরের ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দু'ঘন্টা।

সব ক্ষেত্রেই প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস ধরনের। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। একটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর লিখলে তাও ভুল উত্তর হিসেবে ধরা হবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্র বৃহত্তর কলকাতা, শিলিগুড়ি, বহরমপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, হুগলি, হাওড়া ও কল্যাণী এবং মেন পরীক্ষার কেন্দ্র বৃহত্তর কলকাতা ও শিলিগুড়ি।

কীভাবে আবেদন করবেন : অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ibps.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকা চাই। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১২ জুলাই থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অফিসার দু'টি পদের জন্যই আলাদা দরখাস্ত পূরণ করে ও ফি দিয়ে আবেদন করতে পারবেন। তবে অফিসার পদে যে–কোনও কটি স্কেলের জন্যই আবেদন করতে পারবেন। দরখাস্ত করার আগে নিজের ফটো ও সই স্ক্যান করে কম্পিউটারে রাখতে হবে। নিজের পাসপোর্ট মাপের একটি সাম্প্রতিক রঙিন ফটো (হালকা ব্যাকগ্রাউন্ডে তোলা) ২০০×২৩০ পিক্সেলে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজে স্ক্যান করে কম্পিউটারে রাখবেন। একটি সাদা কাগজে কালির পেনে সই করে তা ১৪০×৬০ পিক্সেলে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজে স্ক্যান করে কম্পিউটারে রাখবেন।

ফটো ও সই ২০০ ডিপিআই স্ক্যানার রেজলিউশনে ট্রু–কালারে স্ক্যান করে জেপিজি বা জেপিজি ফর্ম্যাটে সেভ করবেন দুটি আলাদা আলাদা ফাইলে।

এরপর অনলাইনে দরখাস্তের বয়ান পূরণ করে তা অনলাইনের 'সাবমিট' করবেন। দরখাস্ত গৃহীত হলে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এগুলি টুকে রাখবেন। এরপর পূরণ করা দরখাস্তটির একটি প্রিন্ট আউট নেবেন। এই প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হতে পারে।

ফি প্রদান : ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা। অনলাইনে ফি জমা দিতে হবে। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.ibps.in

শব্দবার্তা ৩৭

১	২	■	৩	৪		৫	■
■		■	■		■		■
■	৬		৭		■	৮	৯
১০		■		■	■	■	
	■	■	■	১১	■	১২	
১৩	১৪	■	১৫				■
■		■		■	■		■
■	১৬				■	১৭	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। উঁচুদরের ৩। রানি বা বেগম অভিমানিনী হয়ে যে কক্ষে থাকেন ৬। জোর গোলমাল ৮। পুষ্পরস ১০ বৃহদাকার ছুরি ১২। উত্তরণ ১৩। কেবল খসড়া প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত ১৫। এক ভ্রমণকেন্দ্র ১৬। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সরকার যা দিয়ে সম্মানিত করে ১৭। শেষতম।

উপর–নীচ

২। ক্ষীরের সন্দেশ বিশেষ ৪। বিয়ের বাদ্য ৫। নিয়ম, ধারা ৭। কর্ণের পত্নী ৯। মোটা স্ত্রীলোক ১০। শুকানো খেজুর ১১। অবনতি, হ্রাস ১২। তাড়িখানা ১৪। শাস্ত্রসংগত বিচার ও সিদ্ধান্ত ১৫। কথাবার্তা।

সমাধান : শব্দবার্তা ৩৬

পাশাপাশি : ৪। গন্ডক ৫। ছাগল ৭। বল্লম ৮। তব ১০ টিপ ১৪। লুম্পেন ১৫। কাতান ১৭। পিঞ্জিকা।

উপর–নীচ : ১। ঝগড়াঝাঁটি ২। আকবর ৩। যুগ ৫। ছামনি ৬। লজ্জত ৯। বকবকানি ১১। পত্রিকা ১২। বেলুন ১৩। ডানপিটে ১৬। তাহে।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ম্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

সংরক্ষণের গেরোয় নলহাটি পুরনির্বাচন

অভীক মিত্র : নলহাটি পুরসভার নির্বাচন হবে আগামী ৬ আগস্ট। তার আগেই প্রশাসন নলহাটি পুরসভা নির্বাচনের জন্য আসন সংরক্ষণ তালিকা প্রকাশ করল। ২১ মার্চ দুপুরে নলহাটি –১ নম্বর ব্লক অফিসে সংরক্ষণ তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়। এবার ১৫ থেকে আসন বেড়ে ১৬ হচ্ছে। ১০ নং ওয়ার্ড ভেঙে গঠন করা হয়েছে ১১ নং ওয়ার্ড। ১, ৪, ৭, ৯, ১১, ১৬ এই ছটি ওয়ার্ড এবার মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। যার মধ্যে ১নং ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর তৃণমূলের ইমাম হোসেন নলহাটি পুরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান। ৯, ১৪, ১৫ ওয়ার্ড সংরক্ষিত তফসিলি প্রার্থীদের জন্য। এরফলে আগামী নির্বাচনে অনেক জয়ী কাউন্সিলরই নিজের ওয়ার্ডে প্রার্থী হতে পারবেন না। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নলহাটি পুরসভা। ২০১২ সালে নলহাটি পুরসভা নির্বাচনে ১৫টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ৮টি আসন। তৃণমূলের টিকিটে লড়ে ৮ এবং ১৩ নং ওয়ার্ডে পরাজিত হয়েছিলেন তৃণমূল নেতা বিপ্লব কুমার ওঝা।

কোন্নগর পুরসভার উদ্যোগে পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ

রিম্পি ঘোষ: বাংলার রূপকার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম–মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে কোন্নগর বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী কমিটির উদ্যোগে এবং কোন্নগর পুরসভার ব্যবস্থাপনায় কোন্নগর শহরের মাধ্যমিক ও উচ্চ – মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১৬০ জন ছাত্র–ছাত্রী ও তাদের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের নিয়ে হাওড়ার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে (আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস) একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কোন্নগরের পুর–প্রধান বাপ্পাদিত্য চ্যাটার্জি জানান, আগামী দিনগুলিতেও এই ধরনের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হবে। এই সকল পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং তাদের শিক্ষক – শিক্ষিকারা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। প্রশান্ত মহালনবিশের ১২৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর কোন্নগর পুরসভার এন.ডি.বোস হলে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চমানের সেমিনারের আয়োজন করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে বাপ্পাদিত্যবাবু জানান।

বজবজ পুরসভার উদ্যোগে ন্যায্যমূল্যের ওষুধ দোকান

দীপক ঘোষ : বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বজবজ পুর হাসপাতালের পাশে 'ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন শপ' এর উদ্বোধন হয় ১ জুলাই। বজবজ পুরসভার উদ্যোগে দিনরাতের এই মেডিসিন শপ–এর চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে কৃষ্ণ কিশোর মাঝি ও পঞ্চা মাঝি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান ফুলু দে, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহকারী ড্রাগ কন্ট্রোলার প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলর দীপক ঘোষ, পম্পা ঘোষ, বজবজ পুর হাসপাতালের ডাক্তার চৈতি দাস ও ডাঃ ইয়াসিন আলি। ডাঃ দাস বলেন ফেয়ার প্রাইস ওষুধ এর বেশ কিছু জেনিটিক নাম উল্লেখ করে ডাক্তরদের পরেরদিন থেকে প্রেসক্রিপশন করার কথা বলেন। বিধায়ক অশোক দেব বলেন বজবজ মহেশতলা পূজালি সহ এতদঅঞ্চলের মানুষ এই ওষুধ দোকান থেকে কম দামে ওষুধ কিনতে পারবেন।

প্রশাসনিক ভুলে সংঘর্ষ ঘনীভূত বসিরহাট বাদুড়িয়া এলাকায়

কল্যাণ রায়চৌধুরী : শৌভিক সরকার নামে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাদুড়িয়ার, আঠারো বছর বয়েসের একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রের ফেসবুকে আপত্তিকর এক কার্টুন পোস্টকে কেন্দ্র করে, উত্তাল হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক আবহ। যা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার আইন শৃঙ্খলাকে রীতিমত চ্যালেঞ্জ জানায় পাশাপাশি তা প্রভাবিত করে সমগ্র রাজ্য রাজনীতিকেও। পোস্টটি নিঃসন্দেহে আপত্তিকর হলেও, তা সুদূরপ্রসারী ভাবনা চিন্তা প্রসূত বা পরিকল্পনামাফিক নয় বলে বিশেষজ্ঞমহলের অভিমত। কিন্তু এই পোস্টটি কেন্দ্র করে তার পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলি মোটেই অভিপ্রেত নয় এবং নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞ মহল। যদিও ছেলেটিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, তবুও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আগুন এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রশমিত হয়নি। বুধবার বাদুড়িয়ার পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এলেও বৃহস্পতিবার নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বসিরহাটের পরিস্থিতি। জেলায় সাম্প্রদায়িক দুই গোষ্ঠীর এই সংঘাতের জন্য সরকারের প্রাথমিক উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞমহল। যে পোস্টটিকে কেন্দ্র করে এই সংঘাতের সূত্রপাত তা প্রায় মাসখানেক আগের ঘটনা। ফলে অনেকেরই নজরে এসেছিল। রমজান পর্ব চলার জন্য ক্ষোভ চাপা ছিল, এমনটাই দাবি। বিষয়টা সরকারেরও নজরে থাকা দরকার ছিল এবং যে উদ্যোগগুলি ঘটনা পরবর্তী পর্বে গৃহীত হয়েছে, তা প্রাথমিক পর্বেই পদক্ষেপ নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যেত বলেও দাবি বিশেষজ্ঞ মহলের। বিগত ২০১০ সালে এই জেলারই দেগঙ্গা সহ বসিরহাট এরকমই এক সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সূত্রপাত হয়। যার ফলশ্রুতিতে এতদঞ্চলের প্রায় শতাধিক পুজো বন্ধ হয়ে যায়। অতীত ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতা থেকে আগে থেকেই প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সতর্কতার দরকার ছিল বলেই বিশেষজ্ঞমহলের অভিমত। কয়েক মাস পরেই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার প্রাক্কালে এহেন ঘটনার প্রভাব আসন্ন নির্বাচনে পড়া অসম্ভব নয় বলে মনে করেন তাঁরা। বিশেষজ্ঞমহল এও মনে করেন এলাকা যখন এমন অগ্নিগর্ভ তখন সেখানে শাসক দলের পক্ষ থেকে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা যেত। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এলাকায় না গিয়েও তাঁর প্রতিনিধি পাঠাতে পারতেন নিরপেক্ষ শান্তি স্থাপনে। শাসকদলের জেলা সভাপতির পক্ষ থেকে এলাকায় ধর্ম নিরপেক্ষ শান্তি মিছিল করা সহ শান্তির স্বপক্ষে বৈঠক করা যেত। কিংবা কোনও ধর্মীয় ও রাজনৈতিক রং না দেখে অপরাধীদের গ্রেফতার করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়াস করা যেত। কিন্তু তা না করে বৈদ্যুতিন সংবাদ চ্যানেলে বসে শাসকদলের কয়েকজন মন্ত্রী রাজ্যপাল বনাম মুখ্যমন্ত্রীর দ্বৈরথকে যেভাবে ব্যাখ্যা করছেন তা আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদলের পক্ষে বুমেরাং হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। যে দম্ভ ও বিভিন্ন হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যে চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনের বিপর্যয় ঘটেছিল ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে, যার সূত্রপাত হয়েছিল ২০০৮–এর পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে। কারণ বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ হয়েছিল তাদের। এরকম ঘটনা বর্তমান শাসকদলের ক্ষেত্রে ঘটলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। নিজেদেরই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও ভুল পদক্ষেপই এর জন্য দায়ী থাকবে বলে মন্তব্য বিশেষজ্ঞ মহলের।

বৃষ্টি আসতেই জালে ইলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাকদ্বীপ: বর্ষা এলেই বাঙালি অপেক্ষা করেন ইলিশের জন্য। অবশেষে বর্ষা এসেছে। গত কয়েক দিনে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূল হতেই সমুদ্রে ইলিশ মিলতে শুরু করেছে। কাকদ্বীপ, নামখানার ঘাটে ইলিশ নিয়ে ট্রলার ভিড়তে শুরু করেছে। সেই ইলিশ চলে আসছে ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্রবাজারের পাইকারি মাছের বাজারে। পাইকারি বাজারে ইলিশের দাম ৪০০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে। তবে মাছের ওজন ৫০০ গ্রাম থেকে ৯০০ গ্রামের মধ্যে।

রবিবার থেকে কাকদ্বীপ, নামখানার ঘাটে ফিরতে শুরু করেছে মাছভর্তি ট্রলার। অন্যদিকে সমুদ্রে পৌঁছে গিয়েছে হাজারের বেশি ট্রলার। চলতি সপ্তাহে ৫ টনের বেশি ইলিশ বাজারে ঢুকতে পারে বলে আশা করছেন নগেন্দ্রবাজারের আড়তদাররা। সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, 'প্রথম ট্রিপের লোকসানের ধাক্কা কিছুটা কাটিয়ে ওঠা যাবে এবারের ট্রিপে। প্রত্যেক ট্রলার গড়ে ২ থেকে ৩ কুইন্টাল ইলিশ পেয়েছে। চলতি মাসে আবহাওয়া ভাল থাকলে পর্যাপ্ত ইলিশ মিলবে বলে আশা করা যাচ্ছে। রাজ্যে ইলিশের দামও কমবে।'

গত ১৫ জুন থেকে সামুদ্রিক মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, রায়দিঘি, রামগঙ্গার মাছ ধরার ট্রলার পাড়ি দেয় সমুদ্রে। প্রথম ট্রিপে ট্রলারগুলো লোকসানের মুখে পড়ে। সমুদ্রে ইলিশ ধরার উপযুক্ত আবহাওয়া না থাকায় মার খেতে হয় মৎস্যজীবীদের। অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ পেলেও ইলিশ পাওয়া যায়নি প্রথম ট্রিপে। দ্বিতীয়বারের জন্য জুন মাসের শেষে আবার পাড়ি দেয় হাজার খানেক ট্রলার। জুনের শেষ সপ্তাহ থেকে সমুদ্রের আবহাওয়ার বদল ঘটে। শুরু হয় বৃষ্টি ও পূবালী বাতাস। যা ইলিশ ধরার ঠিকঠাক আবহাওয়া। সমুদ্রের জলের রঙও বদল হয়ে যায়। ইলিশের ঝাঁকের দেখা মেলে সমুদ্রে। মৎস্যজীবীদের পাতা জাল ভরে যায় ইলিশে। তবে জুলাই মাসের শুরুতে আবহাওয়া আরও অনুকূল হয়েছে বলে মৎস্যজীবীদের পর্যবেক্ষণ। তাই আগামী দিনে মাছ পাওয়ার পরিমাণ আরও বাড়বে বলে আশায় বুক বেঁধেছেন মৎস্যজীবীরা।

জখম মহিলাকে উদ্ধার করল ৫ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ট্রেন থেকে পড়ে জখম অজ্ঞাত পরিচিত অবাঙালি এক মহিলাকে উদ্ধার করে ৫ যুবক নিয়ে আসে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে মহিলার চিকিৎসা চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শিয়ালদহ ক্যানিং লোকাল ট্রেন থেকে তালাদি–ক্যানিং–এর মাঝামাঝি চাঁদখালি এলাকায় পড়ে যান তিনি। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় কুলতলি বাইশ সোনা গ্রামের বাসিন্দা ৫ যুবক বিদ্যুৎ নস্কর, বিকাশ কয়াল, সুশান্ত হালদার, নিতাই মন্ডল, অভিষেক রায় দেখতে পায় এক মহিলা রেল লাইনের ধারে কাতরাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ও সারা শরীরেই চোট পাওয়া মহিলাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে থানায় খবর দেন তারা। বর্তমানে মহিলা এখানে চিকিৎসাধীন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ক্যানিং থানার পুলিশ বাহিনী। পুলিশ উত্তর প্রদেশের এই মহিলার পরিচয়ের খোঁজ শুরু করেছে।

জালে ২৮ ছিনতাইবাজ

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: সোনারপুর জি আর পি গোপন সূত্রের খবর পেয়ে ২৮ জনের একটি ছিনতাই দলকে ধরলো সুভাষ গ্রাম রেল স্টেশন থেকে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৭টি সোনার হার ও ২৩ টি মোবাইল ফোন। জেরায় জানা যায় উল্টোরথে পুরীতে আসা ভক্তদের কাছ থেকে তারা ছিনতাই করে টাকাপয়সা, মোবাইল ফোন ও সোনার চেন। ছিনতাই করে তারা চারটি টাটাসুমো করে ফিরছিল ক্যানিংয়ের দিকে। এদের বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং, ঘুটিয়ারিশরিফ ও তালদি এলাকায়।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রেল পুলিশের একটি দল যায় সুভাষগ্রাম স্টেশনের দিকে। হাতে নাতে ধরা পড়ে ছিনতাইবাজরা। এদের আটক করে পুলিশ আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছে। খুঁজে দেখা হচ্ছে এর পিছনে আরও কেউ আছে কিনা।

১৮ জুলাই ভারতব্যাপী রেশন ধর্মঘট

সংসদ অভিযানের প্রস্তুতি চলছে

কুনাল মালিক : অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের ডাকে আগামী ১৮ জুলাই ভারতব্যাপী রেশন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ওই দিন দিল্লির রামলীলা ময়দানে সারা দেশের রেশন ডিলাররা জমায়েত হবেন। তারপর দুপুর ১২টায় সংসদ অভিযান এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

এই সংসদ অভিযান এবং প্রধান মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনে রেশন ডিলার যে সমস্ত দাবি উত্থাপন করবেন— দেশের সমস্ত নাগরিকদের জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে নথিভুক্ত করা, রেশনে খাদ্য দ্রব্য না দিয়ে ভর্তুকির টাকা ব্যাঙ্কে পাঠানো যাবে না, রেশনে পাঁচ কিলো ওজনের গ্যাস দেওয়া, সকলের জন্য কেরোসিন এবং চিনি সরবরাহ, রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড যুক্ত না করা, রেশনে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ, রেশন ডিলারদের কমিশন বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। ওয়েস্ট বেঙ্গল রেশন ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হাজী হাসানউল্লা লস্কর বলেন, রাজ্যের প্রতিটি জেলার ব্লক থেকে রেশন ডিলাররা দিল্লি চলো অভিযানে যোগদান করবেন।

মহানগরে

অবশেষে গ্রেফতার অভিনেতা বিক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি: মডেল সোনিকা সিং চৌহানের মৃত্যুর প্রায় ৭০ দিন পর এই ঘটনায় অভিযুক্ত অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তাকে দক্ষিণ কলকাতার অ্যাক্রোপলিস মলের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারা প্রয়োগ করেছে পুলিশ। বেশ কিছুদিন ধরেই বিক্রমের গ্রেফতারি নিয়ে চলছিল নানা নাটক–প্রতিনাটক। কার্যত সেই জল্পনার অবসান ঘটল বিক্রমের গ্রেফতারির পর। প্রশ্ন উঠেছিল রাজনৈতিক যোগাযোগের কারণেই বিক্রমকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া সোনিকার মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকে বিক্রমের আচরণ রীতিমতো সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে একরকম বয়ান, আবার বাইরে অন্য কথা স্বাভাবিকভাবেই আঙুল তুলে দিচ্ছিল তার দিকে। গত কিছুদিন ধরে তো তাকে ঘিরে চলছিল নানা খবরাখবর। কেউ বলছিলেন অভিযুক্ত অভিনেতা এখন মুম্বইতে, আবার কেউ বলছিলেন তিনি পুরিতে আছেন। এমনকি বিক্রম বাড়িতেই আছেন বলেও কথা রটছিল। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের ওপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল।

সেই নাটকের অবসান ঘটিয়ে বৃহস্পতিবারের রাতটা বিক্রম কাটালেন টালিগঞ্জ থানার লকআপে। পুলিশ সূত্রের খবর সারা রাত চোখের পাতা ফেলতে পারেন নি তিনি। বারবার পুলিশ আধিকারিকদের অনুরোধ করছিলেন নিজের আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে দিতে। যদিও তার এই 'অন্যায় আব্দার' মানতে পারেনি পুলিশ। অভিনেতার বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটানোর অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

যদিও সোনিকার মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা না এর নেপথ্যে অন্য কোনও গোপন রহস্য রয়েছে তা জানার জন্য বিক্রমকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না পুলিশের। এমনিতে দুর্ঘটনার পর বিক্রমের রক্তপরীক্ষা পর্যন্ত করানো হয়নি। ফলে এই মামলায় অনেকটাই অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছিল ইচ্ছেনদী সিরিয়ালের অনুরাগ। যদিও গণমাধ্যম থেকে সাধারণ নাগরিক সবার মধ্যেই একটা দাবি উঠছিল সোনিকার মৃত্যুর প্রকৃত তদন্ত যেন কোনওমতে থেমে না যায়। বিক্রমকে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না তা নিয়ে জনমানসে রীতিমতো ক্ষোভের সঞ্চার ঘটেছিল। এরপর অভিনেতাকে গ্রেফতার করা ছাড়া অন্যথা ছিল না পুলিশের কাছে। এখন এটাই দেখার এই গ্রেফতারি যেন শুধুমাত্র 'আই–ওয়াশ' না হয়। উপযুক্ত তদন্ত ও দোষীর শাস্তি এটাই হয়তো সোনিকার আত্মাকে চিরতরে শান্তি দিতে পারে। শেষ পাওয়া খবরে প্রকাশ বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেফাজত দিয়েছেন বিক্রমকে।

খুঁটির জোরে

ত্রিধারা সম্মিলনীর খুঁটি পুজো অনুষ্ঠিত হল উল্টো রথের দিন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এছাড়াও ছিলেন সাংসদ সুব্রত বক্সী ও ক্লাবের সভাপতি তথা কলকাতার পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার সহ বিভিন্ন কলাকুশলীরা। (উপরে)

এদিন একটি কম্পিউটর সেন্টারেরও উদ্বোধন করেন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। (নীচে) এই কম্পিউটর সেন্টারে কম খরচে শেখানো হবে ট্যালি ও জিএসটির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রদান করা হবে ট্যালি সংস্থা প্রদত্ত সার্টিফিকেট।

দ্যা রিজিওনাল আকাদেমি অফ কাস্টমস ইন্ডায়রেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড নারকটিস এর অতিরিক্ত সাধারণ আধিকারিক দেবাশিস সাউ জিএসটি নিয়ে বক্তব্য রাখছেন কলকাতায় এই সংস্থার আয়োজিত একটি সেমিনারে ৫ জুলাই। ছবি : পিআইবি

মিষ্টির দাম বাড়ল, মদের দাম কমল

বরুণ মন্ডল : 'গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স' গত ১ জুলাই থেকে চালু হওয়ায় বাংলার প্রাণের খাবার মিষ্টির দাম বেড়েছে। কিন্তু অ্যালকোহলের দাম কমেছে। ১ জুলাইয়ের আগে বার–কাম–রেস্তোরাঁয় বসে অ্যালকোহল সেবন করলে মেনু প্রাইসের ওপর ছ' শতাংশ 'পরিষেবা কর' (সার্ভিস ট্যাক্স) দিতে হতো। 'বস্তু ও সেবা কর' (জিএসটি) চালু হওয়ার পর 'পরিষেবা কর' বাতিল হয়েছে।

অন্যদিকে আবার অ্যালকোহলে কোনও পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) আরোপ করা হয়নি। ফলস্বরূপ, বারে মদ্যপান সস্তা হয়েছে। আগে ১৪.৫ শতাংশ যুক্ত মূল্য কর (ভ্যাট) আর ছ'শতাংশ 'সার্ভিস চার্জ' নিয়ে মদের দামের ওপর মোট ২০.৫ শতাংশ কর নেওয়া হতো।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে পেট্রোল, ডিজেল ও বিমান জ্বালানি জিএসটি–র আওতার বাইরে রয়েছে। পরে জিএসটি–র আওতায় আসবে কী না ভাববে 'জিএসটি কাউন্সিল'।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ৮ জুলাই – ১৪ জুলাই, ২০১৭

কন্যাশ্রী আমাদের গর্ব

দশ বছর আগেও এমনটা ঘটলে বেঁচে যেত বাংলার বহু কন্যাশ্রীর জীবন। বেঁচে যেত বহু পরিবারের ইতিহাস, ভূগোল। বিশ্বজয়ী কন্যাশ্রীর স্মারক যখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর হতে উঠলো স্বাভাবিক ভাবেই বঙ্গবাসী হিসেবে আনন্দ ও অহঙ্কার একই সঙ্গে কিছুটা আক্ষেপ রয়ে গেল এই কারণেই।

নিন্দুকেরা যে বিধানই দিকনা কেন বিশ্বজয়ী কন্যাশ্রীকে ব্রাত্য করার কোনও সুযোগই আর রইল না। স্বীকৃতি আর সম্মানের পাশাপাশি স্মরণ করিয়ে দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি বাংলার মসনদে আরও আগে আসতেন তাহলে বাংলার অজস্র কন্যা দারিদ্র্য আর অবজ্ঞায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন না। নিষ্ঠুর বাস্তব তাঁদেরকে জীবন সংগ্রামে অনেক পিছিয়ে দিয়েছিল স্রেফ আর্থিক বৈষম্যের অমোঘ নিয়মে। বাংলার মাটিতে মেয়েরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হওয়ার বিধানে যুক্ত থাকলেও দেশ ভাগ আর আর্থিক বৈষম্য তাদের সুখে রাখতে পারেনি। দুর্গা পুজোর সময় তাদের পুজো করার বিধান রয়েছে। সনাতন ধর্মের এমন উদার উন্মুক্ত আকাশে ভারতীয় কন্যারা উপেক্ষিত রয়ে যায় আর্থিক অনটনের কারণে। দিল্লিতে যখন প্রধানমন্ত্রী 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'–এর কর্মসূচি নিয়েছেন তার অনেক আগেই এ রাজ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্নের সঙ্গী হতে পেরেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কন্যাশ্রীর কল্যাণে গ্রাম–বাংলা ও শহরের কন্যাশ্রীরা অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে যা আগামী দিনে বাংলার সার্বিক কল্যাণের দিশারী।

স্বীকৃতি ও সম্মান দায়িত্বকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। ক্ষুদ্র ভেদেভেদের উর্ধে উঠে স্থানীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সচেতন নাগরিকদের কর্তব্য যাতে বাংলার কন্যাশ্রীরা সঠিক ভাবে জীবনের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। প্রশাসনের পাশাপাশি তাদেরও কন্যাশ্রীদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। আগামী দিনে বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি অন্য মাত্রায় উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হল। মুখ্যমন্ত্রীর বাস্তবোচিত এই প্রকল্প মানুষের চিন্তায় চেতনায় সঞ্চারিত হোক। ছেলে মেয়ের বৈষম্য সমাজ থেকে অনেকটাই কমে যাবে।

বিশ্বদরবারে কন্যাশ্রীর সাফল্যের স্বীকৃতি আলিপুর বার্তার পরিবারকেও ছুঁয়ে গিয়েছে, গর্বিত করেছে কারণ সুবর্ণ জয়ন্তী অতিক্রান্ত আলিপুর বার্তার চিন্তা চেতনায় সমাজ সেবার বাস্তব ভাবনার অঙ্গিকার জড়িয়ে ছিল জন্ম লগ্ন থেকেই। শুধুমাত্র খবরের জন্য খবর নয়, যা দেশ ও সমাজকে সমৃদ্ধ করে সেই স্বপ্নই আজও লালন করে চলেছে আলিপুর বার্তা পরিবার। কন্যাশ্রীর স্বীকৃতি আমাদের মতো সমমনস্ক মানুষজনদের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

হিন্দুশাস্ত্র মতে মানব সাধারণের ধর্ম ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য আছে। হিন্দুকে প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্ররূপে জীবন আরম্ভ করিতে হয়, তারপর বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হয়, বৃদ্ধাস্থায় হিন্দু গৃহস্থাশ্রম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করে এবং সর্বশেষে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়। বিভিন্ন আশ্রম অনুসারে জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিভিন্ন কর্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এই আশ্রমগুলির মধ্যে কোনটিই অপরটি হইতে বড় নয়। যিনি বিবাহ না করিয়া ধর্মকার্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন,তাঁহার জীবন যত মহৎ বিবাহিত ব্যক্তির জীবনও তত মহৎ। সিংহাসনে আরূঢ় রাজা যেরূপ মহান ও গৌরবান্বিত, রাস্তার ওই ঝাড়ুদারও সেইরূপ। রাজাকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে উঠাইয়া ঝাড়ুদারের কাজ করিতে দাও দেখ তিনি

কতটা পারেন।আবার ঝাড়ুদারকে লইয়া সিংহাসনে বসাইয়া দাও–দেখ, সেই বা রাজকার্য কিরূপে চালায়। সংসারী অপেক্ষা সংসারত্যাগী মহত্তর, এ কথা বলা বৃথা। সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীন সহজ জীবনযাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা অনেক কঠিন কাজ। আজকাল ভারতে পূর্বোক্ত চারিটি আশ্রম কেবল গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস–এই দুইটি আশ্রমে পর্যবসিত হইয়াছে। গৃহস্থ বিবাহ করেন এবং সামাজিক কর্তব্য করিয়া যান, আর সংসারত্যাগীর কর্তব্য তাঁহার সমুদয় শক্তি কেবল ধর্মের দিকে নিয়োজিত করা, তিনি কেবল ঈশ্বরোপাসনা করিবেন এবং ধর্মশিক্ষা দিবেন।

মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে এই প্রসঙ্গে কিছু পড়িব। ঐগুলি শুনিলে তোমরা বুঝিবে গৃহস্থ হওয়া এবং গৃহস্থের কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালন করা অতি কঠিন।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।।

গৃহস্থ ব্যক্তি ঈশ্বরপরায়ণ হইবেন।ব্রহ্মজ্ঞান লাভই যেন তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য হয়। তথাপি তাঁহাকে সর্বদা কর্ম করিতে হইবে, তাঁহার নিজের সমুদয় কর্তব্য সাধন করিতে হইবে এবং তিনি যাহাই করিবেন, তাহাই তাঁহাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে হইবে।

কর্ম করা অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা নাকরা, লোককে সাহায্য করা অথচ তাহার নিকট হইতে কোনপ্রকার কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা নাকরা, সৎকর্ম করা অথচ উহাতে নাম যশ হইল বা না হইল, এ বিষয়ে একেবারে দৃষ্টি না দেওয়া এইটিই এ জগতে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। জগতের লোক যখন প্রশংসা করে, তখন ঘোর কাপুরুষও সাহসী হয়। সমাজের অনুমোদন ও প্রশংসা পাইলেনির্বোধ ব্যক্তিও বীরোচিত কার্য করিতে পারে।

ফেসবুক বার্তা

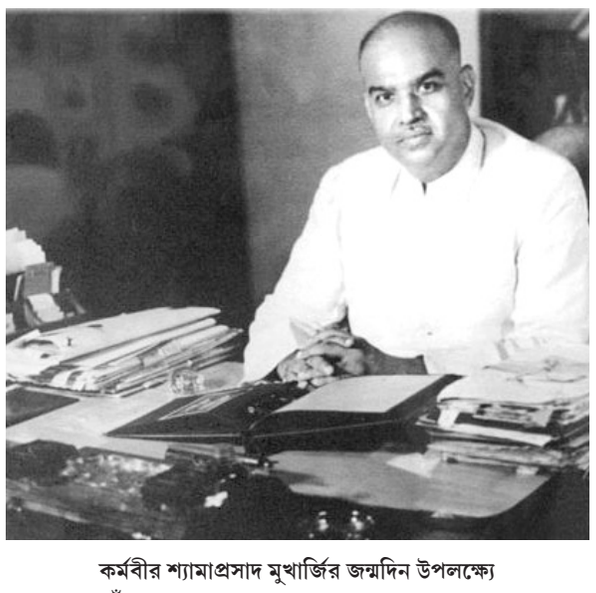

কর্মবীর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয় ফেসবুকের পাতাতে।

এখন দিব্যজ্ঞান সহজলভ্য মুক্তি দরজায় কড়া নাড়ে

নির্মল গোস্বামী

আমাদের ধর্ম জগতের মহাপুরুষরা বার বার করে বলে গিয়েছেন ওরে এই জগৎ মোটেই সুখের নয়। কারণ এই স্থূল জগতকে আমরা চর্মচক্ষে যেরূপে দেখি বা দেখছি আসলে তা নয়। এই নিয়ে পৃথিবীতে কম ঝগড়া তর্কাতর্কি হয়নি। বাস্তবাদী আর ভাববাদীদের লড়াই। দার্শনিকগণ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারেন যে এই বস্তু জগতের অস্তিত্ব নেই। আবার মুনিঋষি বা সাধকগণও সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করতে পারেন যে এই জগৎ মিথ্যা। কিন্তু সাধারণ মানুষ কেমন করে বিশ্বাস করবে? তারা চোখের সামনে সব কিছু দেখছে অনুভব করছে। এই জগতের বস্তু দ্বারা তারা সুখ অনুভব করছে। এই বস্তু জগতের বাইরের কোনও জগতের খোঁজ যেহেতু তারা পায়নি তাই বস্তু জগৎকে অস্বীকারও করতে পারে না সাধারণ মানুষ।

তবে ইদানিং সাধারণ মানুষের চোখ খুলছে ধীরে ধীরে। কিভাবে? না না পাঠকগণের ভয়ের কোনও কারণ নেই যে এই বোধহয় গুরুগম্ভীর তত্ত্বালোচনা এসে পড়ল। কারণ সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে নিরস তত্ত্ব কথা কেউ শুনতে বা পড়তে চায় না। তাই আমি একেবারে বাস্তব সর্ব সাধারণ গ্রাহ্য কিছু উদাহরণ দেব যা বুঝতে গেল মাথা চুলকাতে হবে না।

এই তো সবে মাসখানেকও হয় নি— আমাদের সিআইডিরা নদিয়ার কয়েক টন ঘি ধরল। আবার ব্যবসায়ীরা টিন–টিন ঘি রাস্তার ধারে ফেলে পালাল। ওই 'ঘি' পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে ওতে দুধের নামগন্ধটুকুও নেই। ধরা পড়া ব্যবসায়ীরা স্বীকার করেছে যে তারা রাজ্যের দু তিনটি নামী ব্র্যান্ডের কোম্পানিতে ওই ঘি সরবরাহ করত। তাহলেই ভাবুন। ঘি–এর রং আছে গন্ধ আছে আমরা এতোদিন ধরে 'ঘি' মনে করে যা খেয়ে এসেছি তা আদৌ ঘি নয়। আমরা জানি দুধ থেকে ঘি তৈরি করা হয়। কিন্তু ওই ধরা পড়া ঘিয়েতে দুগ্ধজাত কোনও বস্তুই নেই।

কিছুদিন আগে টিভি চ্যানেলে লাইভ টেলিকাস্ট হয়েছিল যে কেমন করে ছানার জল, ডিটারজেন্ট পাউডার আর পাম ওয়েল মিশিয়ে দুধ তৈরি হচ্ছে। এবং ট্রেনে করে সেই দুধ কলকাতায় আনা হচ্ছে বিক্রির জন্য।

এই যে ঘি অথচ ঘি নয়, দুধ অথচ দুধ নয় এই ভ্রম থেকেই আমরা সার সত্য পৌঁছাতে পারি যে চর্মচক্ষে দেখে বস্তুকে যা ভাবি অনেক সময় তা নয়।

এইভাবে বাজারের শাক–সবজি যা টাটকা তরতাজা ভেবে কিনে আনছি, তা আসলে বাসি, রং করে টাটকা করা হয়েছে। রেস্টুরেন্টে বান্ধবীকে নিয়ে

demo pic

বসলাম। ঝকঝকে প্লেটে গরম গরম মাংস এলো। আমি ভাবছি টাটকা রান্না করা। আসলে তা কিন্তু দু তিন দিনের রান্না করা ফ্রিজে রাখা ছিল গরম করে দিয়েছে। বলা যায় না হয় তো কারোর খাওয়া প্লেটের অবশিষ্ট এক টুকরো এঁটো মাংসও আমাদের ভাগ্যে জুটতে পারে। দমদম পুরসভার অভিযানের ফলে হোটেলগুলোর এই বাস্তব চিত্র সামনে এসেছে। ফলে এখানেও আমাদের ভাবার সঙ্গে আসল জিনিসের তফাৎ অথাৎ যা ভাবছি আদতে তা নয়।

এই সব অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে অসুখ না করাটাই অস্বাভাবিক। তাই ঘরে ঘরে, জনে জনে সুগার, ব্লাড প্রেসার, সর্বোপরি ক্যানসারের মতো মারণ ব্যধির আধিক্য। কঠিন ব্যামো হোক বা না হোক আজকাল অনেকের হাতেই দুপয়সা আছে। তারা তো আর হাতুড়ে দেখাবে না। এমবিবিএস, এমডি, এফআরসিএস ডিগ্রি ধারী ডাক্তার। ৫০০ টাকা ভিজিট। চেম্বার ভরতি রোগী। পরে জানা গেল ওই লোকটা বারো ক্লাসও পাশ করেনি। ভাবুন তো কতবড় ধোকা! এরপর কি দার্শনিক যুক্তির প্রয়োজন হবে এই কথা বোঝাতে যে 'সবই মায়া— ভ্রম মাত্র।' এরপর ওষুধ কিনলাম খেলাম কিন্তু রোগ সারল না। কারণ আপনি সময় উত্তীর্ণ কিনা ডেট দেখে কিনেছেন। কিন্তু বিশেষ কায়দায় পুরনো উত্তীর্ণ তারিখ মুছে সেই ওষুধের গায়ে নতুন করে ডেট বসানো হয়েছে। ফলে আমরা যাকে সময়ের মধ্যে ভাবলাম আসলে তা সময় উত্তীর্ণ। কত ধোকা খাচ্ছি ভাবুন তো?

যাকে দেখছি খোঁড়া তার বিকলাঙ্গ কার্ড নেই। তাই সে বিকলাঙ্গদের কোনও কিছু সুযোগ সুবিধা পাবে না। আবার কোথায় বিকলাঙ্গের চিহ্ন নেই, না কানা, না খোঁড়া, না বোবা। অথচ ৭০% বিকলাঙ্গের সার্টিফিকেট নিয়ে শিক্ষকতার চাকরি করছে। একজন সত্যিকারের প্রতিবন্ধী হয়েও প্রতিবন্ধী নয় আবার একজন প্রতিবন্ধী না হয়েও প্রতিবন্ধী। কী এর থেকে প্রমাণ হলো তো যে আমরা চর্মচক্ষে সব ঠিক দেখি না। ২০ বছর পর্যন্ত একজনকে ছেলে বলে জেনে আসার পর জানা গেল সে সেক্স পরিবর্তন করে মেয়ে হয়েছে। আমাদের জ্ঞানটাও আপেক্ষিক এটা তার প্রমাণ ২০ বছর পর্যন্ত একটা সত্যি আবার ২১ বছর থেকে অন্যটা সত্যি।

আমাদের এই মাটির পৃথিবীর হাজারো একটা উদাহরণ প্রমাণ করা যায় যে আমরা কেবলই মায়ার পিছনে ছুটে চলি। বাম আমলে দেখা গেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ডক্টরেট ডিগ্রি এলো অবসরের পর। তেমনি কত এমএ, বিএ কত শিক্ষক, অধ্যাপক যে জাল আছে তার ইয়ত্তা নেই। আবার ডিগ্রি হয় তো সঠিক কিন্তু তার নম্বর ১৫ থেকে ৫১ যে হয়নি তার নিশ্চয়তা আছে কি? কারণ বাম আমলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেজিস্টার মনীষা মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে মুখ খুলে রাতারাতি উধাও হয়ে গেলেন। কেউ তার খোঁজ পেল না। আমরা যাকে যা দেখি বা যা বলে জানি সে তাই কি? মেয়েরা যাকে প্রেমিক ভেবে যাচ্ছে সেই তাকে খুন করছে। আবার নিজের স্ত্রী অন্য প্রেমিককে দিয়ে স্বামীকে খুন করাচ্ছে। ফলে আমাদের সাংসারিক সম্পর্কটাও নির্ভেজাল নয়। সেখানেও ধোকা। বড় বেশি ধোকা। যাকে আপন মনে করি সময়কালে সে আপন হয় না। আবার যাকে পর মনে করা হয় সেও অনেক সময় আপন হয়। সব থেকে মধুর এবং আত্মিক সম্পর্ক মা ও সন্তানের মধ্যে। সেই মা–ই নিজের মেয়েকে খুন করাচ্ছে। এর থেকে বড় ধোঁকা আর কোথায়? সেক্সপিয়র বলেছিলেন এই পৃথিবীটাই একটা রঙ্গমঞ্চ, আমরা সবাই সেই মঞ্চের কুশীলব। বর্তমানে সেই কুশীলবদের দ্বারা অভিনীত চরিত্রটাও পূত পবিত্র নেই।

প্রশাসনের সর্বস্তরে এবং নেতা থেকে মন্ত্রীরা সকলের যদি ন্যারকো অ্যানালিসিস করা যায় তাহলে বোঝা যাবে তাদের মুখ আর মুখোশের ফারাকটা কতদূর। এই যে গত ৩০ জুনের মধ্যরাত্রে ঘটা করে সাংসদভবনে সমারোহ হল। যিনি এই সমারোহের হোতা কয়েক বছর আগেই তিনি এবং তার দল জিএসটি–র প্রবল বিরোধী ছিলেন। তাহলে দেশের স্বার্থে জিএসটি হলে সেদিন কার স্বার্থে হচ্ছিল? এখানে ধরা যায় এরা কেউ দেশ সেবক নয়। এরা ক্ষমতার লোভী এরা দেশ শোষক। ফলে আমাদের দেখা জানা, বোঝা কোনওটাই সঠিক নয়। আপাত ভাবে যে ব্যক্তিকে, যে বস্তুকে দেখি যা দেখি তারা তাই নয়। আমাদের মহাজনেরা কেউ মিথ্যা বলে যায়নি। সে যুগে কঠোর সাধনায় যা উপলব্ধি হত, আজ অতি সহজেই চোখ কান খোলা রাখলে আমরা জানতে বুঝতে পারব যে এই পৃথিবীটা একটা মায়ার পিন্ড। কবির ভাষায় ''ঘোর মিছে''।

মাটির সাজে সাজাব যতনে, শারোৎসবের আগে ব্যস্ত সুশান্তরা

জয়িতা কুন্ডু : ব্যস্ত দুহাত। বর্ষা নেমেছে। হাতে সময়ও খুব কম। আর কদিন পরেই দেখা যাবে আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা। পুকুর ভরে উঠবে পদ্মে। কাশের বনে ঢেউ উঠবে। ভোরের মাটিতে টুপটাপ করে ঝরে পড়বে শিউলি। আকাশ বাতাস মাতাল হবে আলোর বেনুর সুরে। মা আসছেন। কুমোরটুলি থেকে কুমোরপাড়া সর্বত্রই এখন ব্যস্ততা। কাদা মাখা হাত দুখানি তাই এখন তুমুল ব্যস্ত। উল্টো রথের দিন খুঁটি পুজো করার সাথে সাথেই বাঁশ খড় দিয়ে তৈরি কাঠামোতে মাটি দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে অবয়ব।

বাগনান ২ নম্বর ব্লকের কানাইপুর গ্রাম। বাড়িতে কেউ আছেন কিনা খোঁজ করতে কাদা মাখা হাতে বেড়িয়ে এলেন অজয় পাল। দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নেই তাঁর। বসতে হল তাঁর কাজের ঘরেই। জমানো কাদার তাল থেকে সুতো দিয়ে মাটি কেটে তাকে ভালভাবে চটকে তৈরি করা হল একখানি কাদার মন্ড। তারপর সেটা চড়ানো হল কুমোরের চাকের মাঝখানে। চাকের গর্তে লাঠি ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। হাতের নিপুণ জাদুতে তৈরি হচ্ছে বারঘট। তৈরি হবে দেবীঘট। পিলসুজ, প্রদীপ আরও কত কী! বাজারে সুলভে অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক প্রভৃতি চলে আসায় মাটির জিনিসের চাহিদা কমেছে সর্বত্র।

তাই মৃৎ শিল্পও ধুঁকছে। হাতে গোনা কয়েকটি পরিবারই আজ মাটির কাজের সাথে যুক্ত। শুধুমাত্র পুজোর সময়ই মাটির তৈরি জিনিসের দাম বাড়ে। কিন্তু বর্তমানে এই শিল্পজাত দ্রব্যের লভ্যাংশের হারও খুব কম বলে জানালেন মৃৎশিল্পী অজয় পাল।

অন্যদিকে শিল্পী সুশান্ত পালের কথাতেও একই আক্ষেপ। শিল্প সুশান্ত পালের বাড়ি হাওড়ার বাগনানের আন্টিলা গ্রামে। সুশান্ত জানালেন, আগে আন্টিলা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ৭ নম্বর মেদিনীপুর খালের থেকে তোলা মাটিই তারা প্রতিমা ও মাটির অন্যান্য দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করতেন। কিন্তু বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে খাল কাটার পর সেখান থেকে মাটি তোলা বন্ধ রয়েছে। ফলে তাদের বাইরে থেকে মাটি কিনে কাজ করতে হচ্ছে। ফলে দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বাড়ছে এবং তাতে লভ্যাংশ কমছে। তাই পুজোর মুখে কিছুটা দুঃশ্চিন্তার ছাপ গ্রাম বাংলার এই কুমোরপাড়াগুলোতে।

জাহাজের অপেক্ষায়

শারদোৎসব শুরু হতে এখনও মাস দুয়েকের ওপর বাকি। তবে দশভূজার হাতে সময় নেই। পাড়ি দিতে হবে বিদেশে। তাই সংসার গুছিয়ে সমুদ্র যাত্রার অপেক্ষায় রয়েছেন উমা। ছবি: অরুণ লোধ

ক্যানিংয়ে ফলের চারা গাছ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফলের চারা গাছ বিতরণ করলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গোপালপুর পঞ্চায়েত তৃণমূল ব্লক সভাপতি বলাই মাহান্তি। মঙ্গলবার দুপুরে হেড়োভাঙার মহেন্দ্র মোড়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ২০০ জন চাষির হাতে কলাগাছ, পেয়ারা গাছ, আম গাছ সহ অন্যান্য ফলের চারা গাছ তুলে দেন এই পঞ্চায়েতের প্রধান রেবা মিত্র। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা পরিষদ সদস্য মিতা মাহান্তি সহ অন্যান্যরা। চারা গাছ হাতে পেয়ে চাষিরা উৎফুল্ল যা তাদের ভবিষ্যতে সাহায্য করবে। পঞ্চায়েতের এই পদক্ষেপকে তারা কুর্নিশ জানায়।

সুন্দরবনের ক্যানিংয়ে আয়ুষ মেলা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। প্রায় ৫০ লক্ষের মতো মানুষের বসবাস। নদীবেষ্টিত সুন্দরবন অঞ্চলের অবহেলিত মানুষের সার্বিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও প্রাচীন ভারতীয় চিকিসা ব্যবস্থার পুনঃজীবিত করার লক্ষ্যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির আয়োজনে শুক্রবার সকালে শুরু হল আয়ুষ মেলা। শুক্রবার সকালে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে প্রভাত ফেরী হয়। প্রভাত ফেরীর শেষে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন দঃ ২৪ পরগনা জেলার সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান তপন সাহা, উত্তম দাস, খতিব সরদার, বিশ্বনাথ নস্কর, ক্যানিং ১নং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক কিংশুক চন্দ, ক্যানিং ১ নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারি প্রবীর হালদার,জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক(আয়ুষ) ডাঃ প্রণব দত্ত সহ অন্যান্যরা। মা ওশিশুর স্বাস্থ্যে আয়ুর্বেদিক

ঔষধের গুরুত্ব, শ্বাস যন্ত্রের জটিল সমস্যায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুরুত্ব সহ নানান রোগ সর্ম্পকে আলোচনা হয় এবং সেই সাথে চলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা,স্বাস্থ্য শিবির, যোগ শিবির। ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে আয়োজিত আয়ুষ মেলা চলবে আগামী ৯ জুলাই পর্যন্ত। মেলায় প্রতিদিন থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধা, এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিসা বিনামূল্যে। এদিন আয়ুষ মেলার মঞ্চ থেকে ক্যানিং এর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এ কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

আর কত ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : ''আর কত কোটি ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হলে তবে সরকারের টনক নড়বে?'' গত ৪ জুলাই বাখরাহাট, রায়পুর মোড়ের এসইউসিআই–এর পথসভার মঞ্চে ব্যানারে ওই কথাটাই লেখা ছিল। প্রাথমিক থেকে পাশ ফেল প্রথা চালুর দাবিতে ১৭ জুলাই সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালে র ডাক দিয়েছে এসইউসিআই। তারই প্র চারের জন্য গত মঙ্গলবারে বৃষ্টিকে সঙ্গী করেই সারাদিনের জন্য পথসভার আয়োজন করে। ১৯৯৮ এর ৩ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিকে ইংরাজি চালু করার দাবিতে সফল ধর্মঘট করে বামফ্রন্টের জনসমর্থনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। এবং তারপরই বামফ্রন্ট পুনরায় প্রাথমিকে ইংরাজি চালু করে। আগামী ১৭ জুলাই জনগণ তেমনি মিরাকেল ঘটিয়ে যাতে পাশ ফেল চালু করতে বাধ্য করে সরকারকে তারই আবেদনের আহ্বান শোনা গেল বিভিন্ন বক্তার কণ্ঠে। অজয় ঘোষ, বাসুদেব কাপড়ি, উত্তম পাল এবং আর ও অনেকেই এই সর্বনাশা শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। পথসভার সাথে সাথে ধর্মঘটের সমর্থনে লিফলেট বিলি ও সংগ্রামী তহবিল সংগ্রহেও সামিল হয়, এসইউসি কর্মীরা।

ঘটনা দুর্ঘটনা

রেল ও পথ অবরোধ

ঝাড়খন্ড সরকারের আদিবাসী বিরোধী সিএনটি অ্যাক্ট এবং এসপিটি অ্যাক্টের সংশোধনী বিল প্রত্যাহার, আদিবাসীদের জল, জঙ্গল, জমি ও শিক্ষার অধিকারের দাবিতে ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল ৩০ জুন বীরভূম জেলার কোপাই স্টেশনে রেল এবং মহম্মদবাজারে ৬০ নং জাতীয় সড়কে পথ অবরোধ করে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৫

৩০ জুন থেকে ২ জুলাইয়ের মধ্যে মাত্র চারদিনে বীরভূম জেলায় পথ দুর্ঘটনায় মারা গেল পাঁচজন, জখম তিনজন। ২ জুলাই রবিবার সকালে হাসপাতালের আবাসন থেকে সাইকেলে কাজে যোগ দিতে যাবার সময় কীর্নাহারের কাছে মোটরবাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন এক স্বাস্থ্যকর্মী। দ্রুতগতিতে আসা আসানসোলগামী বাস তাকে পিষে দিলে ঘটনাস্থলে মারা যান প্রশান্ত কুমার সেন (৫৭)। আদি বাড়ি মল্লিকপুর গ্রামে হলেও কর্মসূত্রে নানুরে থাকতেন তিনি। পুলিশ বাস আটক করলেও চালক পলাতক। ১ জুলাই দুপুরে সাতকেন্দলির ৬০ নং জাতীয় সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় মারা যায় ফুল মহম্মদ খান নামের এক মোটরবাইক আরোহী। বাড়ি দহল গ্রামে। মাথায় হেলমেট ছিলো না বাইক আরোহীর। মাড়গ্রামে মামার সঙ্গে যাওয়ার সময় ট্রাকের ধাক্কায় মারা গেল সপ্তম শ্রেণির এই ছাত্র খুদরত মল্লিক। ৩০ জুন রাতে চিনপাই ও বাধেরশোল গ্রামের মাঝখানে ৬০ নং জাতীয় সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় মারা গেলেন মোটরবাইক আরোহী বিকাশ পাল (৪১)। বাড়ি সিউড়ির লম্বোদরপুর গ্রামে। আর একটি ঘটনায় ওই দিনই বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকে টোটো করে বাড়ি ফেরার পথে কোটাসুরে বাসের ধাক্কায় মারা গেলেন কৃষ্ণা রক্ষিত। আহত তিনজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রতিনিধি ● বীরভূম

ধুলাগড়ে দুর্ঘটনায় মৃত ১

গত রবিবার সকালে পাঁচলা থানার গঙ্গাধরপুর মনসাতলায় ধুলাগড়–ফটিকগাছি রোডে একটি অটো এবং একটি ম্যাটাডোরের সংঘর্ষে শেখ সাইফুল (৩০) নামে এক অটো যাত্রীর মৃত্যু হয়। আরও ৪ অটো যাত্রীকে আহত অবস্থায় গাববেড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সাইফুলের বাড়ি জগৎবল্লভপুর এলাকায়। অটোটি রাস্তার ধারে নয়নজুলিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আর সাইফুলের রক্তাক্ত দেহটা রাস্তার ধারে পড়ে থাকার ফলে বেশ কিছুক্ষণ ধুলাগড়–ফটিকগাছি রোডে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। পরে পাঁচলা থানার পুলিশ দেহ নিয়ে গেলে ফের বাস চলাচল শুরু হয়।

প্রতিনিধি ● হাওড়া

গৃহবধূর মৃত্যু

ক্যানিং থানার হেড়োভাঙা গ্রামে স্নান করার সময় পুকুরের ঘাট থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল ভারতী ঘোষ নামে এক গৃহবধূর। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে জানানো হয়।

প্রকাশ্যে গুলি করে যুবক খুন

সোনারপুরে রথতলায় ক্যানিং–এর জীবনতলার বাসিন্দা সৌমিত্র নাইয়া (২৭) নামে এক যুবককে গুলি করে মারলো দুষ্কৃতীরা। শ্বশুর বাড়ির অমতে প্রবীর মন্ডলের মেয়েকে বিয়ে করে বলে তাকে দুজন সুপারি কিলারকে দিয়ে খুন করা হয়েছে বলে সৌমিত্রর পরিবারের অভিযোগ। তদন্তকারীরা জানান ঘটনার দিন একটি স্থায়ী কাজের টোপ দিয়ে একটি ফোন আসে সৌমিত্রর মোবাইলে। সেই কথা মতো বিকেল ৫ টায় ক্যানিং থেকে ট্রেন ধরে সোনারপুরে আসে সে। সোনারপুর স্টেশনে নামতেই পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক দুই যুবক সৌমিত্রকে মোটরবাইকে তুলে নিয়ে সোজা চলে যায় রথতলায়। রথতলার এক স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী জানায় এদের তিন জনের মধ্যে কোনো কিছু নিয়ে বচসা বাধে। দুই যুবক মোটরবাইকে চড়ে চলে গেলেও এক জনকে মাটিতে পরে থাকতে দেখা যায়। তদন্তকারী অফিসার জানায় সৌমিত্রকে খুব কাছ থেকে ওয়ান শাটার পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়েছে। এই ঘটনায় জীবনতলা থানার পুলিশ প্রবীরকে গ্রেপ্তার করতে বাড়িতে গিয়ে দেখে প্রায় দেড় হাজার স্থানীয় মানুষ প্রবীরের বাড়ি ঘিরে ধরেছে। কোনও রকমে গণপিটুনির হাত থেকে ছাড়িয়ে পুলিশ গ্রেফতার করে প্রবীরকে। বারুইপুর কোর্টে তোলা হলে বিচারক প্রবীরকে ৫দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ভ্যানের ধাক্কায় ছাত্রের মৃত্যু

গত বুধবার বিকালে স্কুল থেকে সাইকেলে করে বাড়ির ফেরার সময় ক্যানিং থানার নিকাড়িঘাটার হিঞ্চেখালি গ্রামে মাটি ভরতি ইঞ্জিন ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হয় সৌরভ হালদার(১০) নামে এক ছাত্রের। স্থানীয় মানুষজন দেখতে পেয়ে জখম অবস্থায় তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ভ্যান চালক পলাতক। তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

দম্পতির দেহ উদ্ধার

পশ্চিম রামনগর গ্রামে বন্ধ ঘর থেকে স্বামী সইদুল সর্দার (২৮) ও স্ত্রী ইয়াসমিনা বিবি (২৪)–র মৃতদেহ উদ্ধার করে বারুইপুর থানার পুলিশ। দিনের পর দিন দুজনের সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। রবিবার বেলা গড়িয়ে গেলেও দরজা খোলেনি কেউ। স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। শুরু হয় ডাকাডাকি। দরজা ভেঙে দেখা যায় সইদুলের দেহ দড়ি দিয়ে ঝুলছে সিলিং ফ্যানে। মাটিতে পড়ে আছে ইয়াসমিন। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে দুজনকেই।

প্রতিনিধি ● দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জীবন যন্ত্রণা

যানজটে রেলফটক

রেলফটকে স্তব্ধ বীরভূমের নলহাটি শহরের স্বাভাবিক জনজীবন। বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার নলহাটি শহরের মাঝবরাবর গিয়েছে রেললাইন। রেলফটকের উপরেই বসে নিত্যবাজার। উত্তরবঙ্গ–অসম থেকে হাওড়া, শিয়ালদহ বা অন্ডালগামী অসংখ্য দূরপাল্লার ট্রেন, মালগাড়ি যাতায়াত করে এই লাইনে। ফলে সারাদিনে বার বার রেলফটক বন্ধ করতে হয়। বর্ধমান – সাহেবগঞ্জ ও রামপুরহাট – আজিমগঞ্জ রেললাইনের মধ্যে পড়ে নলহাটি জংশন স্টেশন। পর্যটনকেন্দ্র নলাটেশ্বরী মন্দির নলহাটি জংশন স্টেশনের কাছে অবস্থিত। রেলফটক নলহাটিকে দুইভাগে খন্ডিত করেছে। আপ বা ডাউন লাইনের গাড়ি আসার সিগন্যাল দেখে পশরা সরাতে ব্যস্ত হয় বিক্রেতারা। গাড়ি চলে গেলে আবার নতুন করে বসা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করতে বাধ্য হন এলাকার বাসিন্দারা। রেলগেট বন্ধ থাকলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। আজিমগঞ্জ থেকে আসা রামপুরহাটগামী ট্রেন ধরার জন্য যেতে হয় নলহাটি জংশন স্টেশনের একদম শেষপ্রান্তে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন টপকিয়ে ট্রেন ধরতে বাধ্য হন যাত্রীরা। নলহাটি পৌরসভা নির্বাচন হবে আগামী ৬ আগস্ট। তার আগে রেলফটকে যানজট ইস্যুতে সরব হয়েছে বিরোধীরা।

পথবাতি সমস্যা

দীর্ঘদিন বিকল হয়ে রয়েছে রাস্তার পথবাতিগুলি। এর ফলে সন্ধ্যা নামলে অন্ধকার গ্রাস করে স্বাভাবিক জনজীবনকে। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গিয়েছে বহু সময়। কিন্তু মেরামত হয়নি বিকল পথবাতিগুলি। ঘটনাস্থল চিনপাই। কয়েকবছর আগে ঘটা করে চিনপাই স্টেশন থেকে বিশ্রামতলা হয়ে হোসেনবাজার পর্যন্ত রাস্তায় পথবাতি বসানো হয়। কিন্তু তারপর থেকে মাঝে মধ্যেই বিকল হয়ে যায় পথবাতিগুলি। আবার অনেক সময় দিনের বেলায় জ্বলতে দেখা যায় তাদের। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবই এর জন্য দায়ী। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও পথবাতিগুলি বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। দেখার কেউ নেই।

প্রতিনিধি ● বীরভূম

আচার–অনুষ্ঠান

কুসংস্কারবিরোধী অনুষ্ঠান

গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া থানার হাতোড়া পঞ্চায়েতের মহিষাডহরি গ্রামে ২৭ জুন মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করে বিজ্ঞানমঞ্চ। প্রথম পর্বে 'জলাতঙ্ক ও কুসংস্কার' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্র ও মাজিগ্রাম বিজ্ঞানসভার সদস্যরা। দ্বিতীয়পর্বে বিজ্ঞানমঞ্চের যুক্তিবাদী দল কুসংস্কার বিরোধী কর্মসূচি প্রর্দশন করে। সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের সহসম্পাদক শিক্ষক শুভাশিস গড়াই, মাজিগ্রাম বিজ্ঞানসভার সম্পাদক উত্তম দাস, বিজ্ঞানকর্মী মিঠুন দাস, অভিষেক চৌধুরী, দেবাশিস মন্ডল, বংশীধর ভান্ডারী, অনির্বাণ সরকার।

রথযাত্রা

বীরভূম জেলার উত্তরের প্রান্তিক গ্রাম জাজিগ্রাম ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিবিজড়িত গ্রাম লাভপুরের পিতলের রথ বিখ্যাত। ১৯০৫ সালে লাভপুর গ্রামের সমাজসেবী যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন। দুটি মন্দিরে মুখোমুখি দুটি রথ হয়। একটি কাঠের এবং একটি পিতলের। লাভপুর গ্রামে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রতিবছর বহু ভক্তের সমাগম ঘটে। বসে গ্রামীণ মেলা।

তারাপীঠে তারামায়ের ২৩৭ বছরের প্রাচীন রথযাত্রা যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ২৫ জুন। ১৭৮০ সালে রাজা রামকৃষ্ণ তারাপীঠে কাঠের রথযাত্রার প্রচলন করেছিলেন। কলকাতার আশালতা সাধুখাঁ রথঘর নির্মাণ করে দেন। রথঘরের উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়। রথে চাপিয়ে তারা মাকে গোটা চন্ডীপুর (বর্তমান তারাপীঠ) গ্রাম ঘোরানো হয় । বর্তমানে কাঠের বদলে পিতলের রথ হয়েছে ।

রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় জাজিগ্রামেও। ইসকনের স্বামীজি শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ ২০০০ সালে জাজিগ্রাম শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবমন্দির রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন। মাসির বাড়ী হচ্ছে জাজিগ্রাম মেলাতলার উত্তরপ্রান্ত। রথযাত্রা দেখার পর আগত ভক্তরা মহানন্দে খিচুড়ি ভোগ খেয়ে বাড়ি ফেরেন। ২০১৬ সাল থেকে জাজিগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি। মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

রথযাত্রার দিন চিনপাই আশ্রম থেকে রথ বের হয়ে গোটা চিনপাই গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। বাতাসা, চকলেট বিতরন করা হয়। সঙ্গে ছিলো বিশাল পুলিশবাহিনী। এছাড়াও হেতমপুর, কড়িধ্যা, তারাপীঠ, চিনপাই আশ্রমের রথ বিখ্যাত। রথ উপলক্ষ্যে কুন্ডুহিত,হেতমপুর এবং কড়িধ্যা গ্রামে বসে প্রাচীন গ্রামীন মেলা।

প্রতিনিধি ● বীরভূম

ক্যানিংয়ে রথযাত্রা

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি শুরু বজবজ–২ ব্লকে

কুনাল মালিক : ২১ জুলাই শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে ধর্মতলায় বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভার সমর্থনে আগামী ৯ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির জামতলা হাটে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে 'কুলতলি চলো' শীর্ষক জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। উপরিউক্ত

দুটি সভার সমর্থনে কর্মীদের সচেতন করতে এবং জনসভায় যাওয়ার প্রস্তুতি হিসাবে গত ২ জুলাই বজবজ–২ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নোদাখালি নতুন রাস্তায় একটি কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। প্রতিকূল বর্ষণমুখর দিনেও কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সভায় উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় যুব সভাপতি তাপস চক্রবর্তী প্রমুখ। আগামী ১৬ জুলাই ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি সাইকেলে র‍্যালির আয়োজন করা হচ্ছে। অশোক দেব সভায় বলেন, আগামী ৯ জুলাই কুলতলিতে এবং ২১ জুলাই ধর্মতলায় সবাইকে জনসভায় যেতে হবে। সব বিভেদ ভুলে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সকলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন। সমগ্র সভাটি সঞ্চালনা করেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লকের কার্যকরী সভাপতি বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়।

শেষ হল মই ছাড়া গরু দৌড়

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : মঙ্গলবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের হেড়োভাঙা গ্রামে শেষ হল মই ছাড়া গরু দৌড়। মই ছাড়া গরু দৌড় আয়োজন করেন এলাকার কৃষকরা। আর এই মই ছাড়া গরু দৌড়কে কেন্দ্র করে উপস্থিত হয়েছিল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কৃষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজন। প্রতিবছর বর্ষার শুরুতে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় হাঁটু সমান জলে জোড়া গরু দৌড় করিয়ে থাকে। এই সময়ে কৃষকরা আমন ধান চাষ করে থাকে। আর এখানকার কৃষকদের ধারণা মাঠে কৃষি কাজ শুরুর আগে বর্ষা নামলে জলে হালের জোড়া গরু বেঁধে দৌড় করালে সেই জমিতে ভাল ফসল হয়। এমনকি ধানে পোকামাকড় লাগে না। আর সেই বিশ্বাসে কৃষকরা এই মই ছাড়া গরু দৌড় প্রতিযোগিতা করে থাকেন। তবে এই প্রতিযোগিতা সুন্দরবনের একটি প্রাচীন খেলা। উনিশ শতক থেকেই চলে এসেছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃষকরা গরু আনে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। এবার প্রায় ১০০ উপর গরু মই ছাড়া দৌড়ে অংশ নেয়। উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করেন। উদ্যোক্তারা জানান দক্ষিণ বারাসাত। মৈপীঠ, দাঁড়িয়ে প্রমুখ এলাকা থেকে কৃষকরা গরু এনে মই ছাড়া গরু দৌড়ে অংশ নেয়। বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। এই খেলাকে কেন্দ্র করে সর্বধর্মের মেল বন্ধন সৃষ্টি করে। এই সময় আমন ধান চাষ হয়। বর্ষা নামার আগে কৃষকরা এই খেলাকে কেন্দ্র করে আনন্দে মেতে ওঠে। এটি সুন্দরবনের একটি প্রাচীন খেলা। সুন্দরবনের কৃষ্টি–সংস্কৃতিকে তুলে ধরার প্রয়াস এই খেলার মাধ্যমে। এই খেলা বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে। এই মইছাড়া গরু দৌড় চলে ৩–৪ জুলাই পর্যন্ত।

বাসন্তীতে স্কুলে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত সোমবার সকালে স্কুলের শিক্ষকরা স্কুলে এসে দেখে স্কুলের দরজা ও গ্রিলের তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা চুরি করে চম্পট দিয়েছে। খোয়া গিয়েছে নগদ টাকা, মিড ডে মিলের সরঞ্জাম সহ স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ ঋতু ভকত হাইস্কুলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী গত ২ জুলাই রাতে বাথরুমের চাল ভেঙে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। তারপর গ্রিলের দরজা ও স্কুল ঘরের দরজা ভেঙে নগদ ১৪ হাজার টাকা, মিড ডে মিলের সরঞ্জাম ও স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশবাহিনী। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হরিশচন্দ্র জানা বলেন দুষ্কৃতীরা নগদ ১৪ হাজার টাকা মিড ডে মিলের সরঞ্জাম স্কুলের নথি নিয়ে চম্পট দেয়। ৩ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

সিঁথিতে রক্তদান শিবির

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৬ জুন সকালে সিঁথি হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের দুর্গাপুজো বেদীতে ''ঘুঘুডাঙা মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের'' উদ্যোগে, বিশিষ্ট সমাজসেবী, সুচিকিৎসক, সঙ্গীতশিল্পী সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুষ্ঠু পরিচালনায়, ডাক্তার ক্ষণিকা দাসের পৌরোহিত্যে ও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রথম বার্ষিক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মোট চল্লিশ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান সম্পর্কে অবহিত করেন বিধায়ক মালা সাহা, পুরমাতা পুষ্পালী সিনহা, পুরপিতা শান্তনু সেন, শ্যামল দে বিশ্বাস প্রমুখ। সমগ্র প্রাণবন্ত জনহিতকর অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন কাশ্মীরি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর চক্রবর্তী, টুবলু দত্ত প্রমুখ। শিবিরটি কয়েকজন চিকিৎসক পরিচালনা করেন।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় চারের পাতায় অরিন্দমের উত্তরে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের পরিবর্তে হবে সিআরপিসি এবং আরটিডি অ্যাক্টের পরিবর্তে হবে আরটিআই অ্যাক্ট। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

মাছ ধরার জালে ১২ শতাংশ জিএসটি, সঙ্কটে রাজ্যের ধীবররা

প্রথম পাতার পর

নদী বা সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য মূলত ২ ধরনের নাইলন জাল ব্যবহার করেন মৎস্যজীবীরা। এ রাজ্যে কোনও জাল তৈরি হয় না। তামিলনাড়ু থেকে আসে মোনো জাল ও মহারাষ্ট্র থেকে আসে এইচডিপিই জাল। দুই ধরনের জালের বর্তমান বাজার মূল্য গড়ে ৪০০ থেকে ৪১০ টাকা কেজি। বড় ট্রলারগুলো দু'ধরনের জাল ব্যবহার করে। দু'ধরনের মিলিয়ে প্রতি ট্রলারে প্রায় ৮৫০ কেজির মত জাল থাকে। আবার প্রতি ট্রিপের পর এই জালের বড় অংশ বাদ দিতে হয়। সারাই করতেও একটা বড় অংশের টাকা ব্যয় করতে হয় ট্রলার মালিকদের। এছাড়া এই জাল প্রতি মরসুমে বাতিল করতে হয়। সেক্ষেত্রে ১২ শতাংশ জিএসটি লাগু হওয়ায় সমস্যায় ছোট–বড় সব ট্রলার ও নৌকার মালিকরা।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন প্রান্তিক মৎস্যজীবীরা। সুন্দরবন–সহ এ রাজ্যের বিভিন্ন নদী, খাঁড়িতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন এই মৎস্যজীবীরা। এই মৎস্যজীবীরাও মোনো জাল ব্যবহার করেন। সেক্ষেত্রে কর দিয়ে জাল কিনতে গেলে প্রচুর লোকসানের মুখে পড়তে হবে তাদের। জালের পাশাপাশি সমপরিমাণ কর বসেছে দড়ির ওপরও। বিভিন্ন রাজ্যে দড়ির ওপর কর ছাড় থাকলেও এ রাজ্যে এতদিন ৫ শতাংশ হারে কর দিতে হত। এবার সেই দড়ির ওপরও ১২ শতাংশ কর ধার্য করা হয়েছে। সবমিলিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রের এই পেশার ওপর বড় ধাক্কা বলে আশঙ্কা করছেন মৎস্যজীবী সংগঠনের নেতারা।

এ তরজা বাংলার সংস্কৃতি বিরোধী

প্রথম পাতার পর

একবারও ভেবে দেখলেন না, এটা কি শোভন না অশোভন। আর রাজ্যপাল যদি রাজ্যের গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় উদ্বিগ্ন হন তাতে তো দোষের কিছু নেই। তিনি রাজ্যের অভিভাবক। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে কি না তা জানার ন্যুনতম অধিকার তাঁর নেই? এর জবাবে বলতে হবে রাজ্যপাল উসকানি দিচ্ছেন, বিজেপি নেতার মতো কথা বলছেন।

নয়া রাজ্যপাল হিসেবে প্রথমে কেন্দ্রের পছন্দ ছিল উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের নাম। তাঁর নাম মুখ্যমন্ত্রী পত্রপাঠ খারিজ করে দেওয়ায় কেশরীনাথ ত্রিপাঠী রাজ্যপাল হন। রাজ্যপালের কবিতাপ্রেম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসাও লাভ করে। রাজ্যবাসী ভেবেছিলেন, বাহ! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে কবিতা লেখেন, ছবি আঁকেন, তার সঙ্গে এমন সংস্কৃতিমনা রাজ্যপাল। দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানীর পক্ষে এতো সোনায় সোহাগা। অথচ বাস্তবে দেখা গেল ঘটছে পুরো উলটো। রাজ্যপাল বিরোধীদের কথা শুনবেন, এটা তো গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক। তিনি শাসক ও বিরোধী উভয়ের কথা শুনে একটা মধ্যাবস্থা আনতে চাইবেন রাজ্যের শান্তির জন্য। এতে তো কোনও গোলমাল নেই। এই যে কিছুদিন আগে নরেন্দ্র মোদী সরকার নোটবন্দি জারি করেলন। তাঁর বিরুদ্ধে পথে নেমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এটাই তো সিস্টেম, যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। বিরোধীরা সব জায়গাতেই এভাবে হয় রাজ্যপাল, নয় রাষ্ট্রপতির শরণাপন্ন হন। আর যে যখন ক্ষমতায় থাকে তখন তাঁদের মনোনীত লোকজনই রাজ্যপাল হয়ে থাকেন। এই রেওয়াজ তো আর নতুন নয়। তা বলে হঠাৎ করে এতদিন পর ঘুম ভেঙে বলতে হবে রাজ্যপাল বিজেপির ব্লক সভাপতির মতো কাজ করছেন।

রাজ্যপালের সঙ্গে যে কাজিয়া মুখ্যমন্ত্রী তৈরি করলেন তা রাজ্যের ভাবমূর্তি হেঁট করে দিল সেকথা একবারও ভেবে দেখা হচ্ছে না। সারা দেশে তো বটেই পুরো বিশ্ব জুড়ে এর নিন্দা হচ্ছে। মাত্র কিছুদিন আগেই নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে দাঁড়িয়ে আপনি যখন রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করলেন তখন শুধু বাংলার মানুষ নয় গোটা ভারতবাসীর গর্ব হয়েছিল। অথচ আপনিই কি না রাজ্যপালের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথনকে এভাবে 'পাবলিক' করে তুললেন। আপনার থেকে এটা আশা করা যায় নি। সিঙ্গুর–নন্দীগ্রামে আপনার বলিষ্ঠ আন্দোলন পুরো দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করেছে। তৎকালীন রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধি বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে রীতিমতো সোচ্চার হয়েছিলেন। নন্দীগ্রামের গুলিচালনার পর তৎকালীন রাজ্যপাল বলেছিলেন, 'হাড় হিম করা সন্ত্রাস'। তখন কিন্তু রাজ্যপালের ভূমিকায় বেজায় খুশি ছিলেন আজকের মুখ্যমন্ত্রী। কই তখন তো কেউ বলেননি গোপাল কৃষ্ণ গান্ধি তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি। আর সেই আপনি রাজ্যপালের সঙ্গে আলাপচারিতাকে প্রকাশ্যে আনলেন! রাজ্যপাল বয়স্ক মানুষ, আপনার থেকেও অনেকটা বড়। গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা মাত্রা ছাড়াচ্ছে দেখে তিনি না হয় একটু 'গার্জেন' হিসেবে আপনাকে উপদেশই দিলেন। তাই বলে আপনি নিজে তো বটেই পুরো ক্যাবিনেট রে রে করে নেমে পড়ল প্রবীণ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। না। কোনও অবস্থাতেই এটা মানা যায় না।

হালফিলে আরও একটা কথা শোনা যাচ্ছে ব্লকে ব্লকে নাকি গড়ে তোলা হবে শান্তিবাহিনী। তা কারা থাকবেন সেই বাহিনীতে। জানতে খুব কৌতুহল হচ্ছে। নিশ্চয়ই পাড়ার ভালো ছেলেপুলেরা তাতে শামিল হবে না। নাহলে দাবড়ানি দেবে কিভাবে। তাহলে দেখা যাবে সেই হাত–কাটা ,কান–কাটা–রাই ফের কর্তৃত্ব পাবে। এতে আবার হিতে বিপরীত হবে না তো। অশান্তিবাহিনীর দাপটে তখন হয়তো মুখ থেকে রা–টুকু কাড়া যাবে না।

SEALED TENDERS FOR JOYNAGAR-II ICDS PROJECT ARE INVITED FROM THE BONAFIDE TENDERERS FOR THE FOLLOWING WORKS:-

1. STORING OF FOOD-STUFFS & OTHER MATERIALS
2. CARRYING OF FOOD & OTHER MATERIALS TO THE ANGANWADI CENTERS (Within the Project area)

FORM FOR THE TENDERS WILL BE ISSUED FROM THE OFFICE FREE OF COST. THE DETAILS OF THE TENDERS WILL BE AVAILABLE FROM THE OFFICE OF THE CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER, JOYNAGAR-II ICDS PROJECT, ON ALL WORKING DAYS.

Sd/-
Child Development Project Officer
Joynagar-II ICDS Project
Nimpith, South 24 Parganas

৮৯১(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/০৫.০৭.২০১৭

Office of the District Magistrate
South 24-Parganas, Nezarath Section
New Administrative Building, 1st Floor,
Alipore, Kolkata-700 027

EOI has invited vide memo no. 543/NZ Dated 04.07.2017 for installation of P-8mm LED fixed outdoor video wall at District Magistrate Office, South 24-Parganas. Details available at www.s24pgs.gov.in

Last Date :- 11.07.2017, Time :- 12.00 NOON

Sd/-
Nezarath Deputy Collector
South 24 Parganas

৯০৮/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/০৬.০৭.২০১৭

পণের বিরুদ্ধে মামলা করেও কাজ হল না কেন?

প্রশ্ন ২ : আমার মেয়ের বিবাহ হয়েছে তিন বছর আগে, এক সন্তানও আছে, কিন্তু ওর কাছে ওর স্বামী এবং শাশুড়ি প্রচুর টাকা পণ হিসাবে দাবি করলে আমরা দিতে না পারায় ওর উপর প্রচন্ড মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার প্রতিনিয়ত চলছে। এর ফলে স্থানীয় মহিলা সমিতির এক জন সদস্যার স্বামী এবং শাশুড়ির বিরুদ্ধে একটি বধূ নির্যাতনের কেস করে, আমি বহু দূরে থাকায় এবং আমার মেয়ে প্রতিদিন মার খেয়েও ভয়ে কেস না করায় মহিলা সমিতি মানবিকতার কারণে কেসটি করে ছিল। উক্ত কেসের পর ওরা গ্রেফতার হয় এবং আদালতে সব নিয়ম মেনে পুলিশ চার্জশিটও দেয়। কিন্তু বিচার পর্ব চলার পর্বে অভিযোগকারিনীর কেস করার এক্তিয়ারের প্রশ্নে আদালত সন্তুষ্ট না হওয়ায় স্বামী এবং শাশুড়ি বেকসুর খালাস হয়ে যায়। কোথাও নাকি আইনগত দিক থেকে ত্রুটি ছিল। তাই সব স্বাক্ষী ভালভাবে অত্যাচারের কথা এবং তার কারণ বলা সত্ত্বেও কেন আমরা বিচার পেলাম না জানালে ভাল হয়।

উত্তর দিচ্ছেন অরিন্দম

উত্তর ২ : এই অভিযোগটি বধূ নির্যাতন যা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড কিন্তু এই ধরনের অভিযোগ করতে আমরা আজ সবাই জানি এক কথায় সেকশন 498A তে উল্লেখ আছে। হলে কিছু নিয়ম আছে। (এই নিয়ম না জেনে কেস করলে আসামীরা সাজা পায় না, তখন বদনাম হয় পুলিশ এবং সরকারি উকিলের, জেনে রাখা দরকার যে, যদি কোনও স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয় পরিজন কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতননের মামলা u/s 498A IPC তে যেমন করা যায় তেমনি Domestic violence Act case করা যায়, কিন্তু এখানে লক্ষ্যনীয় অভিযোগে বলা হয়েছে যে Case করার এক্তিয়ারের প্রশ্নে আদালত সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ফলে সব আসামী হয়তো দোষী প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও খালাস হয়ে যায়। কিন্তু কারণটা কি ছিল? আসলে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের (ERPC) section 198A ভ্রাতা, ভগ্নির অনুমতি ছাড়া অথবা আদালতের অনুমতি লইয়া কোনও আদালত দন্ডবিধির 498A ধারায় অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ প্রতি দায়বদ্ধ থেকে যে Caseটি রুজু করেছিল সেই অভিযোগ নিয়ে caseটি করেছিলেন এই কারণেই অর্থাৎ আইনের প্রক্রিয়াটি আসামীদের কোনও শাস্তি হলো না, এই ক্ষেত্রে থানার বড়বাবুরও ঘটনা হত না।

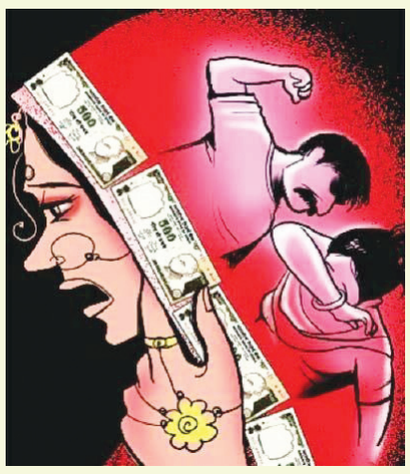

পাঠকদের জানাই মাঝে মাঝে দেখবেন মদমত্ত অবস্থা ১১০ সেই গাড়ির চালক যেদিন গ্রেফতার হয়ে কোর্টে যাচ্ছে সেই দিনই for causing death by negligence এটি একটি জামিন যোগ্য হবে না কারণ এখানে অপরাধ নরহত্যার ঘটনা লেখা থাকলেও উপলব্ধি করেছিল গাড়ি চালাতে গিয়ে যদি কেউ মারা যায় তাহলে ইংরেজরাই বেশি গাড়ি চালাতো, সেই কারণেই তাদের স্বার্থের মাতাল 110 Km বেগে গাড়ি চালিয়ে ৪/৫ জনকে মেরে ফেললে যতই মোমবাতির মিছিল হোক, আসল কাজের কাজটি হবে না, এই সংশোধন না করা পর্যন্ত আমাদের হাহাকার এবং সন্তান হয়ে মায়ের চিৎকার বাড়তেই থাকবে। এই সব ক্ষেত্রে পুলিশ এবং সরকারি উকিলকে দোষ দিয়ে লাভ হবে না Police u/s 304 IPC case করলেও চালকের এই ধারার শাস্তি হবে না, জেলে কিছুদিন থাকবে মাত্র। দিল্লির নির্ভয়া কান্ডে একটি আসামী প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ায় অর্থাৎ ১৮ বছরের কম হওয়ায় ওর ফাঁসি না হয়ে হোমে পাঠান হয়। পরে রাজ্য সভায় ধ্বনি ভোটে জুভেনাইল অ্যাক্ট ১৮ বছর কমে ১৬ বছর হয় এই রকমই আইন পরিবর্তন প্রয়োজন।

১৯৬০ সালে যখন ইংরেজরা IPC A CRPC and evidence Act তৈরি করে যেগুলো Indian Coactitation article 32 and 226 রক্ষাকবজ হিসাবে গৃহীত হয়। সেই সময়ে ভারতবর্ষে লোক সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫ কোটির কিছু বেশি ২০১৬ সালে এখন আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ১২৫ কোটিরও বেশি। সেই সময়কার আইন সংশোধন করার প্রয়োজন এখনও হয়নি কি? যদিও এখন আর ভারতবর্ষ নেই এখন ১৫.৮.১৯৪৭এর পরে ভারত হয়ে গিয়েছে।

ওষুধের জেনেরিক নাম লেখার সরকারি নির্দেশ মুখ থুবড়ে পড়েছে

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ঘোষণা করা হয় প্রতিটি হাসপাতালে চিকিৎসকদের রোগীর প্রেসক্রিপশনে 'জেনেরিক ওষুধ' এই কথাটি লেখা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই নির্দেশিকা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। যেমন এই নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর 'প্রেসক্রিপশন অডিট' সরকার চালু করা হয়েছে কিনা তা এখনও জানা যায় নি। রোগীকে এই 'সময়ে' জেনেরিক না ব্র্যান্ডেড ওষুধ কিনতে হয়েছে তার হিসেব এখনও কেউ জানে না। পূর্ববর্তী সরকার 'জন – ঔষধি' প্রকল্প চালু করে সারা দেশে জেনেরিক ওষুধের ভান্ডার ঘরে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই প্রকল্পে কোন গতির সঞ্চার করতে পারেনি। ফলে প্রায় ৮ লক্ষ ওষুধের দোকানের বিপরীতে বর্তমানে মাত্র ৩০,০০০ –এর কাছাকাছি 'জন – ঔষুধি' দোকান আছে। এই 'জন – ঔষুধি' প্রকল্পগুলির মাধ্যমে চিকিৎসকদের ব্র্যান্ড ওষুধের প্রেসক্রিপসন বদল করে জেনেরিক ওষুধ বা কম দামি ব্র্যান্ডেড ওষুধ দেবার জন্য 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, ১৯৪০'র ৬৫ (১১এ) রুল বদলের প্রয়োজন। 'ড্রাগস টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজারি বোর্ড'–এর কাছে গত ২০১৬ সালের মে মাসে এ বিষয়ে এক প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সে প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট বোর্ড নাকচ করে দেয়, জেনেরিক ওষুধের জৈব উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিশ্বের অন্যত্র জেনেরিক ওষুধের জৈব উপযোগিতা ও জৈবশক্তির অনুপাত বিচার করে জেনেরিক ওষুধের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে এইরকম কোন পরীক্ষা – নিরীক্ষা ছাড়াই সংশ্লিষ্ট বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। জেনেরিক ওষুধের প্রেসক্রিপশন চালু হলে চিকিৎসকদের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে ওষুধের বাছাই পর্ব কেমিষ্ট মালিকদের হাতে গিয়ে পড়বে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মালিকরাও যাতে সবথেকে বেশি মুনাফা করতে পারে তার দিকেই নজর দেবেন। সেক্ষেত্রে 'র‍্যানব্যাক্সি', 'সান' ইত্যাদি নামি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির ওষুধের পরিবর্তে বেশি কমিশন বা লাভজনক অনামি বা সস্তা ওষুধ কেমিষ্ট মালিকরা বিক্রি করতে পারবে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের হিসাবে ওষুধের বর্তমান দামে (জরুরিকালীন ওষুধের জাতীয় তালিকাভুক্ত ওষুধসহ) ২,০০০/৩,০০০ এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১০,০০০ শতাংশ মুনাফা থাকে। এখন হাসপাতালগুলিতে জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে বিনামূল্যে জেনেরিক ওষুধ দিলেও সারা বছর তা বিণামূল্যে দেওয়া হয় না। উপরন্তু এদেশে প্রায় ৮ লক্ষাধিক ওষুধের দোকানের তুলনায় ফার্মাসিষ্টের –এর সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল, এমনকি অদূর ভবিষ্যতেও এই সংখ্যা পূরণের কোন সম্ভাবনা নেই। এছাড়া, ক্ষতিকারক, অপ্রয়োজনীয়, অবৈজ্ঞানিক ওষুধের মিশ্রণকে বাতিল করার সরকারি প্রচেষ্টা বিফলে গেছে। ভারতীয় ওষুধের বাজারে প্রায় ৬০,০০০–এর বেশি ফরমুলেশন রয়েছে। এর মধ্যে বহু মিশ্রণ যেমন অনৈতিক, তেমনি বেশ কিছু মিশ্রণ বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। তাই উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে সারা রাজ্য বিক্রয় প্রতিনিধি সংগঠন চিকিৎসার উপযুক্ত বিধিবদ্ধ বা আচরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অবিলম্বে রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটানোর পাশাপাশি 'জন – ঔষুধি' দোকান খুলে জেনেরিক ওষুধের লভ্যতা বাড়ানো তৎসহ প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, এই ওষুধ রাষ্ট্রায়ত্ত (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য) সংস্থা এবং ছোট, মাঝারি কোম্পানিগুলি থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কিনে তা হাসপাতালগুলির মাধ্যমে বিনা পয়সায় রোগীদের সেই ওষুধ দেওয়া যাতে দেশের আধিকাংশ মানুষ চিকিৎসার সুবিধা পায়, উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সরকার জেনেরিক ওষুধ লেখার ফরমান জারি করলে এই ওষুধ শিল্পে প্রায় ৫ লক্ষ বিপণন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কর্মীসমূহের ক্ষেত্রে এই ফরমান হঠকারি হয়ে উঠতে পারে এবং সর্বোপরি অবিলম্বে ত্রিপাক্ষিক কমিটির সভা করে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিপণন কর্মীদের ফেডারেশনের সাথে আলোচনায় বসার দাবি জানিয়েছে।

অতিরিক্ত জল পান করলে কী কী সমস্যা হতে পারে

ডাঃ রিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের মধ্যে সাধারণ ভাবে একটা ধারণা রয়েছে যে বেশি করে জল খাওয়া শরীরের পক্ষে ভালো। যত বেশি জল খাওয়া হবে তত কোষ্ঠকাঠিন্য কমবে, ইউরিন সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ কমবে, শরীরের যাবতীয় টক্সিন ফ্লাশ–আউট হয়ে যাবে।কিন্তু ইদানিং গবেষকরা অতিরিক্ত জল খাওয়ার অসুবিধা ও কুফল সম্পর্কে সচেতন করেছেন। জানেন কি একজন মানুষের শরীরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল পান করলে কিডনির ওপর চাপ পড়ে, আর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত জল পান শরীরে রক্তের

পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে এই বাড়তি রক্ত রক্তনালীর দেওয়ালে চাপ দেয়, ফলে বৃদ্ধি পায় রক্তচাপ। এছাড়াও বেশি জল পান করলে শরীর ফুলে যাওয়ার সমস্যাও থাকে। প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ প্রকাশ মল্লিক জানান, বেশি জল পান করলে মূত্র তৈরির স্বাভাবিক পক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় ও শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় আয়রন মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। শুধু আয়রন কেন ঘন ঘন প্রস্রাব হলে তার সঙ্গে সোডিয়াম,পটাশিয়াম বেরিয়ে ইলেকট্রোলাইটস ইমব্যালান্স হতে পারে। ফলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়। আর এর মারাত্মক ফলাফল কি জানেন। শুনলে অবাক হবেন–উচ্চ রক্তচাপ।

জল খাওয়া সম্পর্কিত কিছু নির্দিষ্ট নিয়মকানুন—

১। সকালে খালি পেটে এক গ্লাস বা আড়াইশো মিলিলিটার জলখাওয়া যেতে পারে। একেবারে এক গ্লাসের বেশি জল খাবেন না।

২। যে কোনও খাবার তা সে লাঞ্চ বা ডিনারের মতো মিল হোক বা স্ন্যাক্স বা ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জল খাবেন না। খাওয়ার অন্তত মিনিট পনেরো পরে জল পান করুন।

৩। খেতে খেতে বেশি জল খেলে খাওয়ার হজমে সমস্যা হয়।

৪। বিকেলের স্ন্যাক্স খাওয়ার পর মানে সূর্যাস্তের পর জল খাওয়ার পরিমাণটা কমিয়ে দিন।

৫। জলমুখে রেখে পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড রাখার পর তারপর গিলবেন।

৬। সকালে ব্রেকফাস্টের পর বিকেলের স্ন্যাক্স পর্যন্ত আধঘণ্টা পর পর আধ গ্লাস করে জল খেতে পারেন।

৭। ফোটানো জল যাঁরা খান তাঁরা ফোটানোর পর বারো ঘণ্টা পরে আর ওই জল খাবেন না।

৮। একজন ব্যক্তি কতটা জল খাবেন তার কোনও স্বাস্থ্যকর প্যারামিটার হয় না। এটি নির্ভর করে ব্যক্তির শারীরিক শ্রম ও সেই ব্যক্তি কোন আবহাওয়ায় রয়েছেন তার ওপর। পাশাপাশি সারাদিন চা, জল বা অন্য পানীয় কতটা খান তার উপরও নির্ভর করে টোটাল ওয়াটার ইনটেক।

৯। যাঁদের কিডনি বা প্রেসারের সমস্যা রয়েছে, তাঁর নিজের মতো তিন চার লিটার জল পান করলে মুশকিলে পড়বেন।

১০। অল্প উষ্ণ জল পান করার সময় আস্তে আস্তে চায়ের মতো করে খেতে হবে। একসঙ্গে অনেকটা খেয়ে নেবেন না।

১১। অনেক সময় অতিরিক্ত জল পান শরীরে অন্যান্য সমস্যা ডেকে আনতে পারে।

মনকে বাগে আনলেই স্মৃতিশক্তি হাতের মুঠোয়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক, এম.ডি. (হোম). পি.এইচ.ডি.

কোনও কিছু শেখার পর একটু ঘুমোতে পারলে ভাল হয়। তাতে স্মৃতিশক্তি বাড়ে। তাছাড়া মনকে বাগে আনতে পারলেই বাড়তে পারে আপনার স্মরণশক্তি। জানাচ্ছেন ডাঃ প্রকাশ মল্লিক।

যে মানুষ অনেক কিছু মনে রাখতে পারেন,তাঁকে আমরা বুদ্ধিমান বলে সমীহ করি। বাস্তবে সেই মানুষটি তাঁর কাজের গতি বাড়াতে সক্ষম হন। আমরা সকলেই স্মৃতিধর হতে চাই এবং এটা সহজে যাঁরা করতে চান তাঁরা প্রথমেই ওষুধের কথা ভাবেন। অ্যালোপ্যাথি কিংবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন।

বাস্তব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জন্মগত বা জেনেটিক একটি বিষয় জড়িত আছে ঠিকই। তবে পরিবেশের অবদানও আছে। খুব মনোযোগের সঙ্গে যা দেখা হয়, স্মৃতিতে তার ছাপ দৃঢ় হয়। মস্তিকের লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি হয় দীর্ঘস্থায়ী। ফলে সহজে অনেক কিছু দীর্ঘ দিন মানে রাখা সম্ভব হয়। মনোযোগের কথাটা শুনে প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক যে, মন কী?

মন হচ্ছে ব্রেনেরই অংশ যা চিন্তা–চেতনা, অনুভূতি–আচরণ ও বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সংস্পৃক্ত। বিষয়বস্তুর উপর মন নিমগ্ন করার অর্থ বা মনোযোগী হওয়ার মূলসূত্রই হচ্ছে শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে ব্রেনের কার্যক্রমকে সুদৃঢ় বন্ধনে করে রেখে চালিত করা।

স্মৃতির ভিতকে দৃঢ় করতে চোখও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞানের যুগে অডিও–ভিডিও শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি দিন দিন বাড়ছে। কানে শোনা, চোখে দেখা ও শোনার মাধ্যমে যদি মিল ঘটিয়ে কিছু শেখা যায়, তা দীর্ঘ দিন মনে থেকে যায়। চোখের সঙ্গে মস্তিষ্কের রয়েছে সরাসরি সংযোগ। চোখ দৃশ্যমান বস্তুর ছবি ধারণ করে ইমেজ সৃষ্টি করে,ইমেজকে বিশ্লেষণ করে ব্রেন। প্রকৃত অর্থে বিশ্লেষণের কারণেই আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই।

দৈনন্দিন জীবনে যদি আমাদের চাওয়া পাওয়া, ব্যর্থতা, হতাশা বা বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া কিংবা কথা কাটাকাটি ইত্যাদি সব সময় মনের ভিতর সুড়সুড় করতে থাকে, তাহলে ব্রেন নতুন তথ্য সহজেই ধারণ করতে পারে না। তথ্যই যদি লিপিবদ্ধ না হয়, তবে স্মরণ করায় কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর প্রক্রিয়া :

বিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস বলেছেন,

স্মৃতি হচ্ছে পেশির মতো। নিয়মিত ব্যায়াম করলে পেশি হয় সুদৃঢ় স্মৃতিকেও তেমনি ধারালো ও সতেজ রাখা যায় নিয়মিত পরিচর্চার মাধ্যমে। যা শেখা হচ্ছে তা শুধুমাত্র গড়গড় করে মুখস্থ করে গেলেই চলবে না। একটু নেড়েচেড়ে দেখতে হবে–কী শিখলাম, যা আগেই জেনেছি। তার সঙ্গে নতুন শিক্ষণীয় তথ্যের কোনও মিল আছে কিনা–এই প্রক্রিয়াটিকে ইংরাজিতে বলা হয় Elaborativerehearsal.

ধরা যাক শিখলাম মৌলিক রঙ তিনটি –লাল, নীল, সবুজ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হয়তো শব্দ তিনটি মুখস্থ হয়ে গেল। কিন্তু কয়েকদিন পর ওই রঙগুলি বাদে অনেক রঙ মৌলিক রঙ বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু যদি এইভাবে শেখা হয়–লাল সূর্যের রঙ, নীল আকাশের রঙ, সবুজ গাছ–গাছালির রঙ তবে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। তাই যদি কোনও অধ্যাপকরা উদাহরণ দিয়ে পড়ান, সেই উদাহরণের জন্য বিষয়টি মনে থেকে যায়।

এছাড়া, প্রতিদিন কিছু কিছু বিষয় ঠিক সময়ে করলে তা মনে থাকে বেশি। একসঙ্গে বেশি পড়া শিখতে গেলে স্মৃতির ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। কথায় আছে, সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।

এছাড়া, বার বার পড়া, জানা থাকলেও তা বার বার আবৃত্তি করা, মনে আছে এমন বিষয় পর পর করে কয়েকবার রিহার্সাল দিতে পারলে স্মৃতির ভাণ্ডারে আসন পেতে বসে। এতে মগজের বিশেষ বিশেষ স্থানে গঠনগত কিছু পরিবর্তন ঘটে, বুদ্ধি বেড়ে যায়,শেখার পর লেখার চর্চা করতে পারলে মনে থাকে বেশি। তাই বোধ হয় লেখাপড়া শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মনে রাখার আরও একটি সহজ উপায় হচ্ছে ছন্দোবদ্ধ করে শোনা। এক লাইন মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে মিল থাকার কারণে পরবর্তী লাইনও সহজে মনে এসে যায়। ধাপে ধাপে জটিল বিষয়বস্তুকে যদি সুসংগঠিত করে শোনা যায় তবে অনায়াসে স্মরণ করা সম্ভব।

কিছু শেখার পর ঘুমোতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যায়। সবশেষে বলা যায় সবার উপরে মন, তাই মনের একাগ্রতা অদম্য ইচ্ছা এবং দৃঢ়তা থাকলে স্মৃতির ভিত হবে উন্নততর ও সমুজ্জ্বল।

বর্তমানে অনেককেই দেখা যায় স্মৃতিশক্তির দুর্বলতায় ভুগতে। হঠাৎ কিছু একটা মনে করতে চাইলেও হয়তো মনে পড়ছে না। চাবি, মোবাইল, ঘড়ি কোথায় রেখেছেন মনে করতে না পারা, কারও নাম ভুলে যাওয়া, একটি কাজ করেছেন কী করেননি সেটা চট করে মাথায় না আসা ইত্যাদি। এ ধরনের সমস্যাকে আমরা কেউই তেমন গুরুত্ব দেই না। মনে করি সাধারণ কিছু কিংবা বেশি চিন্তা করি বলে হঠাৎ করে মাথায় নাই আসতে পারে বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকি। অনেকে মনে করেন এটা তেমন কোনও বড় সমস্যা নয়। এই সামান্য ভুলে যাওয়া থেকে স্মৃতি বিভ্রমের মতো মারাত্মক কিছু হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। আমাদের এই নিয়ে অবহেলা না করাই ভালো। আমরা কি জানি আমাদের এই স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী? আমাদের নানা বাজে অভ্যাস এবং কাজের কারণে প্রতিনিয়ত স্মৃতিশক্তি দুর্বল হচ্ছে। নীচে স্মৃতিশক্তির লোপ পাওয়ার কিছু কারণ এবং প্রতিকার দেওয়া হল।

বিষণ্ণতায় থাকা : নানা কারণে অনেককে বিষণ্ণতায় পড়তে দেখা যায়। বিষণ্ণতা আপাত দৃষ্টিতে তেমন ভয়ানক কিছু মনে না হলেও এর রয়েছে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া। বিষণ্ণতায় ভোগা মানুষের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা অনেক কম থাকে। এতে করে ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি কমে যায়। বিষণ্ণতার কারণে অনেকের স্মৃতিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা যায়। তাই বিষণ্ণ থাকা বন্ধ করুন এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন।

মানসিক দ্বন্দ্বে থাকা : অনেক সময় বিভিন্ন কারণে আমরা প্রায় প্রত্যেকেই মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে থাকি। কোনও একটি কাজ করা উচিত হবে কী হবে না, কে কী ভাববে ইত্যাদি ধরনের কথা ভেবে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে অনেক মানসিক দ্বন্দ্বে পড়ি।এই কাজটি আমাদের মস্তিষ্কের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা আমরা অনেকেই জানি না। মানসিক দ্বন্দ্বে থাকলে আমাদের মস্তিষ্কের নিউরন ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। এতে করে মস্তিষ্ক স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারায়। এভাবেই দুর্বল হতে থাকে আমাদের স্মৃতিশক্তি। তাই মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে যতটা দূরে থাকা সম্ভব ততটাই ভালো।

আবেগ প্রকাশ করতে না পারা : অনেকেই আছেন যাঁরা বেশ চাপা স্বভাবের হয়ে থাকেন। সহজে নিজের আবেগ এবং মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন না। মনের

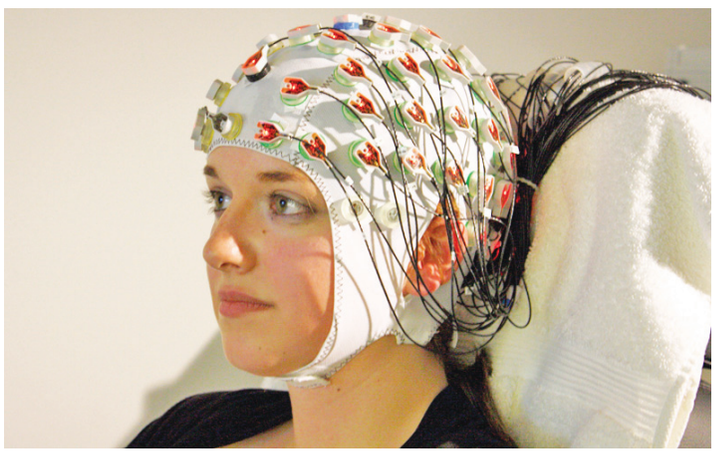

ভেতর কী হচ্ছে তা কাউকে বলেও বোঝাতে পারেন না। তাঁদের স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। আমাদের মস্তিষ্কের ডান অংশ সমান কাজ করলে আমরা স্বাভাবিক থাকি। কিন্তু একটি অংশের কর্মক্ষমতা কম হলে আমাদের মস্তিষ্কে চাপ পড়ে। এতে করে মস্তিষ্ক স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারায়। এভাবেই আমাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে থাকে।

ড্রাগস, ধুমপান এবং মদ্যপান : ড্রাগস, ধুমপান এবং মদ্যপান এই তিনটিই স্মৃতিশক্তি দুর্বল করে দেওয়ার জন্য সমানভাবে দায়ী। নিকোটিন ও অ্যালকোহল আমাদের মস্তিষ্কে সাধারণ কর্মক্ষমতা এবং স্বাভাবিক চিন্তা করার শক্তি নষ্ট করে দেয়। যাঁরা ড্রাগস নেন তাঁদের সাধারণ যুক্তি ও চিন্তা করার ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। যাঁরা নিয়মিত ধুমপান ও মদ্যপান করেন তাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

থায়ামিনের অভাব : থায়ামিনের অভাব হলে আমরা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা রোগে পড়ে থাকি। থায়ামিন এবং ভিটামিন–বি আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর অভাবে নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডারে অনেককে দেখা যায়। তাই স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাকে অবহেলা না করে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

ইনসমনিয়া : অনেকেই কাজের ব্যস্ততায় অনেক কম ঘুমান যা পরবর্তীতে অনিদ্রা রোগে পরিণত হয়। এছাড়াও ঘুম কম হওয়া এবং না হওয়ার ওপর একটি মারাত্মক প্রভাব হল স্মৃতিশক্তি নষ্ট হওয়া। আমরা যখন ঘুমাই তখন আমাদের মস্তিষ্কে নতুন নিউরনের সৃষ্টি হয় যা আমাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে সঠিক রাখে। ঘুম কম বা না হলে মস্তিষ্ক তা করতে পারে না ফলে আমাদের স্মৃতিশক্তি দিনের পর দিন দুর্বল হতে থাকে যা পরবর্তীতে শর্টটার্ম মেমোরি লসের মতো মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। তাই প্রতিদিন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ৬–৮ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত।

সিনিয়ার সুপার স্পেশালিস্ট হোমিওপ্যাথি, সভাপতি : ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথি

ফোন : ৯৮৩০০২৩৪৮৭ / ৯৮৩০৫০২৫৪৩

Email : mallick2007@gmail.com. info@drpmallick.in, Webesite: www.drpmallick.in

মাঙ্গলিকী

আলিপুর বার্তার মাঙ্গলিকীর পাতায় মে মাসে প্রকাশিত সব লেখার মধ্যে সেরা রচনার জন্যে মাঙ্গলিকীর পুরস্কার পেলেন কবি নিত্যানন্দ দাস। তার হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের কর্ণধার ঋষিণ মিত্র (প্রয়াত তরুণ ভূষণ গুহর সাথে শ্রী মিত্রের বহুদিনের পরিচয় ছিল)।

বয়েজ ওন–এর প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বয়েজ ওন লাইব্রেরি তাদের অডিটোরিয়ামে তাদের একশ নয় তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের আয়োজন করেছিল। ওইদিন তাদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নাটকের প্রতিযোগিতা এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মাউথঅর্গান বাজিয়ে শোনান এখানকার আজীবন সদস্য অলক দাস এবং কবিতা পাঠ করেন স্বপন কুমার বসু। রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করেন এখানকার কিশোরী সভ্যবৃন্দ। এছাড়া গুপী গাইন বাঘা বাইনের নির্বাচিত অংশ অভিনয় করেন এখানকার নাট্যবিভাগের শিক্ষার্থীরা। বয়েজ ওন লাইব্রেরির একশো নয় বছরের সুমহান ঐতিহ্যকে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে বহন করে চলেছেন বর্তমানের পরিচালকবৃন্দ। এই লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিন কিশোর। একশো নয় বছর আগে এই প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা তারাই করেছিলেন। আজ বহু মানুষের ধারাবাহিক পরিশ্রমের ফলে আজ এই প্রতিষ্ঠান শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। বেশ কয়েকজন সভ্য প্রায় তিন পুরুষ ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছেন।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম শিশুদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। এটি ছিল তাদের চুয়াল্লিশতম বর্ষ। প্রায় দুহাজার দুশো শিশু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে যাদের মধ্যে বেশ কিছু প্রতিবন্ধী শিশুও ছিল। দুটি পর্বে এই প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিকে নির্বাচন করা হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্বাচনটি হয় ১ মে ২০১৭। আটজন বিশিষ্ট শিল্পী এই ছবিগুলি নির্বাচন করেছেন। চূড়ান্ত বাছাইয়ের পর পঞ্চাশজন প্রতিযোগীকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা হয়। ১৪ মে নির্বাচিত ছবিগুলি মিউজিয়ামের হলে সাজানো এবং বিচারক শিল্পীগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। কলকাতা ছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকে অংশগ্রহণকারী শিশুরাও পুরস্কার পেয়েছে। নেহেরু মিউজিয়াম সুদীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ছোটদের নিয়ে ললিতকলা ও দৃশ্যকলার বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, নাটক, গান, নাচ প্রতিটি বিষয়ে দক্ষ শিক্ষকগণ এখানে ছোটদের শিক্ষাদান করে থাকেন। এখানকার সমগ্র কর্মকান্ডের সুষ্ঠ পরিচালনার নেপথ্যে রয়েছেন নেহেরু মিউজিয়ামের প্রাণপুরুষ সুদীপ শ্রীমল।

ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্মরণ সভায় সঙ্গীতজ্ঞ জাদুশিল্পী বনানী ব্যানার্জির সংবর্ধনা। জীবনানন্দ সভাগৃহ, ৬ মে, ২০১৭

নতুন গ্রন্থবিপণির সূচনা

শ্রেয়সী ঘোষ : সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ‘শনিবারের চিঠি’র কথা আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে। মাঝে কিছুদিন বিরতির পর সেই পত্রিকা আবার নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। সেই ‘শনিবারের চিঠি’ আনন্দ পাবলিশার্স এক ফ্যানচাইজি হিসাবে একটি নতুন গ্রন্থবিপনীর উদ্বোধন ঘটিয়েছে শুভ রথযাত্রার দিন রবিবার বিকেল ৫–৩০ মিনিটে। গ্রন্থবিপণিটির অবস্থান হল ফুলবাগান। তার ঠিকানা হল পি ৩৩৪, স্কিম ৬ এম সিআইটি রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৫। এখানকার ফোন নম্বরটি হল : ৯৮৩০২২০২১৫। বিপণিটির উদ্বোধন করলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার। তিনি নিজে সই করে ক্রেতাদের হাতে তাঁর লেখা বই তুলে দিয়েছেন। প্রথম দিনে

বেশ সাড়া ফেলেছিল পাঠকদের মধ্যে। আপাতত এই বিপনীতে সিগনেট এবং আনন্দ পাবলিশার্সের বইতে ঠাসা হয়ে আছে। ‘শনিবারের চিঠি’র বর্তমান সম্পাদক সাগর মিত্র অতিথি আপ্যায়ণে কোনও ক্রুটি রাখেননি। ফুলবাগান ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলের লোকজনদের বই কিনতে কলেজ স্ট্রিট ছুটতে হবে না, ঘরের কাছেই এই বিপণিতেই সেই সব বই পেয়ে যাবেন।

‘যদি হয় সুজন’... ‘বৈশাখী উদ্যম’–এর আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩২ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে ‘বার্ষিক’ সাহিত্য পত্রিকা, ‘বৈশাখী উদ্যম’, ক্ষীণ কলেবরের সাহিত্য পত্রিকা, তবে কবিতা গল্প সংকলনে বহু বহুল প্রচলিত লিটল ম্যাগাজিনের সাথে টক্কর (বন্ধুত্বপূর্ণ!) দিতে পারে আর সেই কারণেই পত্রিকাটি সুদীর্ঘ ৩২ বছর পেরিয়ে এসেছে এবং এখনও উজ্জ্বল (‘মনে হয় যেন পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ’...)।

পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হলেন বরিষ্ঠা কবি শিবানী সোম। সহ সম্পাদক কবি শুভ্রা সাহা। পত্রিকার সাথে জড়িত কবি লেখকেরা (এবং সঙ্গীত শিল্পীরাও) প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার পত্রিকার দফতরে (বাঘা যতীনে শিবানী সোমের বাসভবনের সুরম্য বৈঠকী ঘরে) মিলিত হন সাহিত্য বাসরে। গত ১০ই জুন বসে এই মাসিক সাহিত্য সভা উপরোক্ত স্থানে; শিবানী সোম সহ ৯ জন আসরে যোগদান করেন। ছোট ঘর, কিন্তু তাতে কি? সকলের অন্তরের উষ্ণতায় আসর জমে উঠল (‘যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন’জন’...)।

প্রথমে আন্তরিক, সংক্ষিপ্ত ভাষণে আসরে উপস্থিত সকলকে আপন করে নিলেন আসরের আহ্বায়িকা কবি শিবানী সোম। সঞ্চালনায় এলেন সুকবি শংকর ব্রহ্ম (শ্রীব্রহ্মের মেদবর্জিত সঞ্চালনা আসরকে সব সময় ঠিক তানে বেঁধে রাখে)। জানালেন এদিনের আসর হল ১৫৮তম মাসিক অনুষ্ঠান।

আসরে এদিন প্রথম আসেন বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী বনানী ব্যানার্জী। উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে গাইলেন ‘মনে হয় কোথা হতে’ রবীন্দ্রসঙ্গীত। আসরের শেষ দিকে শোনালেন আরও একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত, ‘ও যে মানে না মানা’। এদিন আসরে আরও গান শুনিয়েছেন হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষ শাস্ত্রী। তিনি চারণ সঙ্গীত শিল্পী হিসাবেই পরিচিত, শুনিয়েছেন তাঁর স্বরচিত, স্বসুরারোপিত চারণ সঙ্গীত বাংলার নবজাগরণ নিয়ে। সুবীর সরকারও শোনালেন তাঁর নিজের লেখা, নিজের সুর দেওয়া ‘সুবীর সরকার’– এরই গান! স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন আসরে উপস্থিত সকলকে। তবে সবার আগে নাম করতে হয় যে কবির তিনি হলেন কবি শুভ্রা সাহা। তাঁর দুটি কবিতাই ছিল এদিনকার আসরের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রদ্বয়— ‘ঝরাফুল’ ও ‘কিছুই কি করার নেই’ (শুভ্রা দেবী আপনি আপনার অণু কবিতা ‘আলিপুর বার্তা’–র ‘মাঙ্গলিকী’–র পাতার জন্যে পাঠান)। শিবানী সোমের কবিতা ‘সময়’ আর এক উজ্জ্বল রচনা। সুবীর সরকারের কবিতা ‘সাবাশ গোয়েন্দা’ যথারীতি হেঁয়ালি সমৃদ্ধ, তবে সকলেই তা উপভোগ করেন। ভাল লাগল সুনীল গুহর কবিতা ‘আরও কিছু দেখে যেতে চাই’। এই প্রতিবেদকের অনুরোধে আরও শোনালেন তাঁর ‘সিগনেচার পিস’ কবিতা ‘আমি ফেরার হব’। বিজন চন্দর কাহিনী মূলক কবিতা ‘শুভ জন্মদিন’, সকলে উপভোগ করেন। একই ধরনের অর্থাৎ কাহিনী মূলক কবিতা শুনিয়েছেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর)— ‘আমি পারিছি!’ শংকর ব্রহ্ম সুপরিচিত কবি। তাঁর সমাজকে তীরবিদ্ধ করে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা, ‘মানুষের কথা ভেবে’ এই প্রতিবেদক বিভিন্ন আসরে শুনতে আগ্রহী রইলেন... হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষ শাস্ত্রীর ‘জন্মদিন’ সকলেই উপভোগ করেন। এইভাবেই গানে কবিতায় কিছু আলোচনায় আসর জমে উঠল। আর মাঝে আসরে এলো চা বিস্কুট মিষ্টি ও সবশেষে সবাই মিলেই ‘হাত মেলালেন’ বাঙালির আড্ডার চিরকালীন খাদ্যবস্তু মুড়ি–বাদামের বিরাট বাটিতে... ‘সব শেষ হলে পরে কিছু থাকে বাকি’–র মতনই বলতে হয় আসরের প্রকৃত সমাপ্তি টানেন সকলের অনুরোধে কবি শিবানী সোম আরও দুটি কবিতা শুনিয়ে— ‘হে প্রিয় কবি নজরুল’ ও ‘শব্দ’— দুটিই অনবদ্য রচনা...

সংযোজন : সভা চলাকালীন সবাইকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

শিবানী দেবীর ‘বৈঠকী ঘর’–এ ঢুকেই দেখা যায় বেদীতে সুপ্রতিষ্ঠ বহু দেবদেবীর মূর্তি, মা কালীর বিরাট ছবি। বোঝা যায় ঈশ্বরকে ছুঁয়েই শিবানী সোম রয়েছেন সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায়...

যোগাযোগ : শিবানী সোম। মোবাইল : ৯৮৭৪৪৫২৮২০।

আদিবাসীদের আড় পিচিং

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

সুন্দরবনের ডায়েরি

২৯ ডিসেম্বর ২০১৬। শীতের বিকেল। তখনও রোদ আছে। কিন্তু রোদের তেজ নেই। একা একা মাটির সরু রাস্তা ধরে হাঁটছি। ভাবছি, বাকি কাজটা আজকে যদি শেষ করতে না পারি, আগামীকাল ফেরা যাবে না। মনে মনে ঠিক করলাম যাঁরা দৈনিক মধু ভাঙতে যান, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি শবর আদিবাসীদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁরা দিনের দিন মধু ভেঙে ফিরে আসেন। এই সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একটা স্লুইস গেটের কাছে এসে গেলাম। গেটটা আদিবাসী পাড়ায় ঢোকার মুখে। যে–খালের ওপর গেটটা, সেই খালটা এখন শুকনো। সেখানে কয়েকটা নৌকো দেখলাম। একটা নৌকোর ওপর একজন আদিবাসী যুবক। পাড়ার মধ্যে না ঢুকে যুবকটির কাছে গেলাম। সে একটা পাতলা তক্তা পেরেক দিয়ে নৌকোতে আটকানোর চেষ্টা করছে। নৌকোতে আরও দু’জন আছে। একজন অল্প বয়সি মহিলা, আর একটা বাচ্ছা। যুবকের নাম গণেশ ভক্তা(৩২), তার স্ত্রী জানকী(২৬), মেয়ে অর্পিতা(৪)। নৌকোটা গণেশের।

এই নৌকো নিয়ে গণেশ দৈনিক মধু ভাঙতে যায়। সাধারণত দু’টো জঙ্গলে যায়। একটা ঘরের কাছে সুজনি, আর একটা দূরে, ধনচি। এই জঙ্গলে বাঘ থকে না। তাই দু’একজনের দল গঠন করে মধু ভাঙতে যাওয়া সম্ভব। গণেশের নৌকোয় পুরুষ ও মহিলা মিলে দৈনিক গড়ে ৭–৮ জন করে থাকেন। সকলেই একই পাড়ার লোক। পশ্চিমদ্বারকাপুর আদিবাসী পল্লি। যাঁরা মধু ভাঙতে যান, যাত্রা করেন সকাল ৭টা থেকে ৭–৩০টা। ফিরতে ফিরতে দুপুর ১২টা – ১টা। কখনও কখনও ১–৩০টা – ২–০০টো বেজে যায়। যাওয়া–আসার সময় নির্ভর করে তিথির ওপর। জোয়ার–ভাটার কারণে যাতায়াতের সময়ের তারতম্য হয়। এঁদের সঙ্গে কোনও খাবার থাকে না। সকালে পান্তা (রাতের জল দেওয়া ভাত) খেয়ে নৌকোয় ওঠেন। পরের খাওয়া বাড়িতে ফিরে। প্রত্যেকের সঙ্গে থাকে ৮–১০ লিটারের একটা করে কেটলি, দাবালি (কাটারি), জলের বোতল অথবা জলের মগ, পলিথিন/সিন্থেটিক ব্যাগ এবং ম্যাচ অথবা দেশলাই।

মৌলেরা নৌকো থেকে জঙ্গলে নেমে যে যার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েন। চাক খুঁজতে থাকেন। দল বেঁধে নয়। একা একা। বড়জোর দু’জনে। এই অভিযানে যাঁরা আছেন একা একা অথবা দু’জনে মিলে মধু ভাঙবেন। কদাচিৎ তিন জন। একজন বা দু’জন মিলে কেমন করে জঙ্গল থেকে মধু ভেঙে আনেন, সেটা বলি । চাকে ধোঁয়া দেওয়ার জন্যে প্রথমে বোড়ে বা বোলেন তৈরি করতে হয়। যে–জঙ্গলে হেঁতাল পাতা পাওয়া যায় না, সেখানে বানি গাছের পাতাসহ কাঁচা এবং শুকনো ডালপালা দিয়ে মশাল বানাতে হয়। তারপর সেই মশালটাকে একটা বাতায় (প্রয়োজন মতো দৈর্ঘের লাঠি/ গাছের ডাল) গেঁথে আগুন ধরানো হয়। যখন মশাল থেকে ধোঁয়া বেরুতে থাকে, তখন সেটাকে নিয়ে চাকের কাছেই মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। ধোঁয়া পেয়ে মৌমাছি চাক থেকে উড়ে যেতে থাকে। তখন মৌলে কোমরে দাবালি/কাটারি গুঁজে কেটলি হাতে নিয়ে চাক কাটতে গাছে ওঠেন। যে–ডালে চাক সেই ডালে বুক ঠেকিয়ে এক হাতে কেটলিটা চাকের নিচে ধরে অন্য হাতে কাটারি দিয়ে চাক কাটতে থাকেন। এভাবে, কারোর সাহায্য না নিয়ে, একা চাক কাটা যায়। তবে যেসব চাক মাটিতে দাঁড়িয়ে কাটা যায়, একা হলেও সেগুলো কাটতে কোনও অসুবিধা হয় না। দু’জনের দল হলে, একজন গাছে উঠে চাক কাটেন, অন্যজন মাটিতে দাঁড়িয়ে চাকের নিচে কেটলি ধরেন। আর বাতায় বাঁধা মশালটা চাকের কাছে মাটিতে পোঁতা থাকে। যদি কখনো–সখনো দলে তিনজন থাকেন, তৃতীয় ব্যক্তি মশালটা মাটিতে না পুঁতে হাতে নেন। আগেই বলেছি তিনজনের দল গঠন হয় খুব কম। বেশি লোক হলে পোষায় না। যেহেতু একই জঙ্গলে প্রতি বছর প্রায় একই জায়গায় (নদীর তীরবর্তী এলাকায়) সারা মরশুম মধু ভাঙা হয়, তাই চাকগুলো বেশি বড় হয় না। বেশিরভাগ ছোট ছোট চাক। চাকে মধুও খুব কম। বাড়তি লোক নিলে মধুর সমান ভাগ দিতে হবে। তাই একা একা চাক কাটেন অনেকেই। গড়ে মাথাপিছু মধু সংগ্রহের পরিমাণ খুব কম বলেই, কেউ কেউ সঙ্গে কাঁকড়া ধরা শিক রাখেন। মধু না পেলে অথবা খুব কম পেলে, দু’চারটে কাঁকড়া ধরে যাতে পুষিয়ে নেওয়া যায়।

অনেক চাক আছে, যেগুলো মাটিতে দাঁড়িয়ে কাটা যায়। যাঁরা দু’জনের দলে আছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা একই পরিবারের। স্বামী–স্ত্রী। অথবা বাপ–বেটা। কখনও দু’ভাই। আবার কোনও সময় মা–ছেলে। অর্থাৎ যে ক’টা পয়সা পাওয়া যাবে একই পরিবারে থাকবে।

গণেশ জানিয়েছে যখন সুযোগ হয়, সে নৌকো বেঁধে রেখে নিজেও মধু ভাঙে। গণেশের স্ত্রীও মাঝে মাঝে সঙ্গে আসে। মধু ভাঙায় সাহায্য করে। তখন বছর চারেকের মেয়েটাকেও আনতে হয়। মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার স্ত্রী কীভাবে তোমাকে সাহায্য করে? জানতে চাইলাম।

–আমরা যেখানে চাক কাটি, সেখান থেকে ৫০–১০০ হাত দূরে মেয়েটাকে দাঁড় করিয়ে দিই।

–একা দাঁড়িয়ে থাকবে? মৌমাছি উড়ে গিয়ে হুল ফোটাবে না? আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

–ওকে যেখানে দাঁড় করিয়ে দিই সেখানে আগেই একটা বড় (মশাল) জ্বালিয়ে পুঁতে রাখি। ধোঁয়া হতে থাকে। মাছি ঘেঁসতে পারে না।

শুনে আমি তো থ!

এটাই আদিবাসীদের জীবন। ব্যাপারটা ভাল করে জানার জন্যে পরে পাড়ার অনেকের সঙ্গে কথা বলি। পশ্চিমদ্বারকাপুর আদিবাসী পাড়ার মধ্যে পাঁচ–ছ’টা দোকান আছে। মুদির দোকান আর চায়ের দোকান।

সেখান থেকেও অনেক খবর যাচাই করার সুযোগ পাওয়া যায়। এখানে বিভিন্ন বয়সের আদিবাসী মানুষের ভিড় এটা যেন আদিবাসীদের ভিলেজ এসেমব্লি’।

পশ্চিমদ্বারকাপুর আদিবাসী পল্লি থেকে বিশ–বাইশটা নৌকো আড় পিচিংএ যায়। এভাবে দৈনিক মধু ভাঙতে যাওয়াকে কেউ কেউ ডেলি পিচিং বলে। দৈনিক মাছ ধরা হল ডেলি ফিসিং। সেভাবে দৈনিক মধু ভাঙা হল ডেলি হারভেসটিং। কিন্তু আদিবাসীরা কেন ডেলি পিচিং বলেন বোঝা গেল না। দৈনিক মধু ভাঙার সঙ্গে যুক্ত একশ থেকে দেড়শ আদিবাসী পুরুষ ও মহিলা। মহিলাদের সংখ্যা মোটামুটি ৪০ শতাংশ। মধুর মরশুমে এখানকার শবর আদিবাসীরা বেশিরভাগই বাসায়’ যান। তার মানে একটানা ৮–১০ দিনের জন্যে দল বেঁধে (৭–৯)জন জঙ্গলে মধু ভাঙতে যান। আর যাঁরা নানা কারণে বাসায়’ যেতে পারেন না, তাঁরাই আড় পিচিং’এ যান। বিশেষ করে মহিলারা, যাঁদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে, তাদের ফেলে রেখে একটানা ৮–১০ দিন জঙ্গলে পড়ে থাকা সম্ভব নয়। পুরুষরা যাঁর যেখানে সুবিধে সেখানেই যান। একই ব্যক্তি কোন মরশুমে বাসায় যাচ্ছেন, আবার তার পরের মরশুমে হয়তো আড় পিচিং এ যাচ্ছেন। নতুন ছেলেরা বাসায় যাওয়ার আগে আড় পিচিং এ গিয়ে হাত পাকিয়ে নেওয়ার সুযোগ পায়। একই সুযোগ মহিলাদেরও আছে।

বাসায় গেলে বড় নৌকো লাগে। আড় পিচিং–এ ছোট নৌকোগুলো ব্যবহার হয়। সব নৌকো যন্ত্রচালিত নয়। হাতে বাওয়া নৌকোও কিছু আছে। যেসব মৌলেরা যন্ত্রচালিত নৌকোতে করে আড় পিচিং এ যান, তাঁরা ভাড়া বাবদ নৌকোর মালিককে মাথাপিছু ৫০ থেকে ১০০ টাকা দেন। হাতে বাওয়া নৌকোতে গেলে ২০ থেকে ৩০ টাকা। মোটামুটি দূরত্বের ওপর ভাড়াটা ঠিক হয়। আগেই বলেছি দৈনিক মধু ভাঙতে শবর মৌলেরা বেশি দূরের জঙ্গলে যান না। তাঁরা সাধারণত যান সুজনি আর ধনচি জঙ্গলে। তেল (ডিজেল) লাগে আড়াই থেকে তিন লিটার। খুব বেশি হলে চার লিটার। স্থানীয় অআদিবাসী দোকানিরা

কাকদ্বীপ–নামখানা থেকে ডিজেল ৬০ টাকা করে লিটার কিনে এনে ঘাটে ঘাটে পৌঁছে দেন। শবররা সেই তেল ৬৩ টাকা করে লিটার কিনতে পান। হাতে বাওয়া নৌকোর মাথাপিছু ভাড়া কম। যাতায়াতে একটু সময় বেশি লাগে। আর আরহীদের দাঁড় বেয়ে একটু সাহায্য করতে হয়। এ ব্যাপারে শবর মহিলারাও পুরুষদের সমান দক্ষ। জঙ্গল থেকে ফিরেই দিনের দিন ভাড়া দিতেই হবে এমন কোন কথা নেই। মধু বেচে টাকা দিলেই হবে। মধু কম পেলে, নৌকোর মালিক ভাড়াও নেন কম।

চন্দন ভক্তা ২১ বছরের শবর যুবক। পাড়ার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ডেলি পিচিং’ বা আড় পিচিং’ এ গিয়েছিল। গিয়েছিল নিজেদের ছোট হাতে–বাওয়া নৌকো নিয়ে। নৌকোতে ছিল মাত্র চারজন। চন্দন বলেছিল দাঁড় টানতে হয়, সে কারণে অনেকে হাতে–বাওয়া নৌকোয় আসতে চায় না। চন্দনরা দুই বন্ধুতে মিলে ২০১৬–র মরশুম দু’মাসে (চৈত্র ও বৈশাখ) দু’কুইন্টাল মধু সংগ্রহ করেছিল। ভাল দাম পাচ্ছে না বলে মধুটা এখনও বেচেনি। ক্রেতারা কিলোতে ৯০ টাকার বেশি দিতে চাইছে না। গত বছর (২০১৫) বিক্রি করেছিল ১১০ টাকা করে কিলো। রাক্ষসখালি থেকে ব্যাপারী আসত, এবছর এখনও আসেনি। চন্দন ভক্তা কারও কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে রাখেনি। চন্দন জানায় আগেভাগে টাকা নিয়ে রাখলে ব্যাপারীর সঙ্গে দামাদামি করা যায় না।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

অরূপ রতন

জন সমুদ্র

(সম্পাদক – ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন / নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৪) কিছুদিনের অনুপস্থিতি ঘুচিয়ে ৪৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই পত্রিকাটি নবরূপে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করল, লিটল ম্যাগাজিন মহলে এটা সুখবর। রঙিন প্রচ্ছদের একাংশে প্রয়াত শিশু–সাহিত্যিক বিমল মুখোপাধ্যায়ের ছবিটিকে ফের দেখতে পাওয়া গেল। কবিতায় ডঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, বিনয় ভড়, প্রদীপ গুপ্ত, তাপস শুভ্র পাল প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। শরতের উপর লেখা বিধান সাহা–র কবিতাটি গ্রীষ্মের আবহে কিছুটা কি বেমানান! দীপ মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য লিমেরিকের প্রথম লাইনের শেষ শব্দে মুদ্রণ–প্রমাদ ঘটেছে (রানী হয়ে গিয়েছে স্বামী)! প্রসেনজিত ভট্টাচার্যের গল্পটি (সত্যভাষণ) সুন্দর। রঙিন প্রচ্ছদের সুবাদে জনসমুদ্র এখন আরও আকর্ষণীয়। (পত্রিকার ঠিকানা – ২/৪৪৩ নেতাজী নগর, কলকাতা– ৭০০ ০৯২)।

প্লাবন

(সম্পাদক – স্বপন দত্ত / নববর্ষ ১৪২৪ সংখ্যা / মূল্য ত্রিশ টাকা) ত্রৈমাসিক পত্রিকাটিতে তিন–তিনটি গদ্য রচনা ধারাবাহিকরূপে চলছে। সেগুলির মূল্যায়ণের চেষ্টা না করাই ভাল। এছাড়া অন্য তিনটি মূল্যবান নিবন্ধ রয়েছে– লোকসাধক কুবির গঁসোই (নারায়ণ পাল), সিস্টার নিবেদিতা (বরুণ দাস) ও চিকিতসক বিদ্যাসাগর (ডাঃ প্রকাশ মল্লিক)। পুনর্মুদ্রিত রম্য রচনাটি (সলিলেন্দু দুর্গাপুরী) প্রকৃতই রম্য। ইন্দ্রানী দাসের গল্পটি (কাল্পনিক) সুলিখিত। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অরূপ পান্তী, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক গাঙ্গুলী, কমলেশ পাল, গার্গী সেনগুপ্ত প্রমুখেরা ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। এ সময়ের অন্যতম ছড়াকার মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডুর ছড়া–টির জবাব নেই। (১৪৩/৫ নীলাচল, পোঃ নীলাচল, কলকাতা – ৭০০ ১৩৪ / ৯৮০৪৮১৬৪৯০/ plabanmag@gmail.com)।

আম আদমি

(সম্পাদক–করুণাময় বিশ্বাস/মার্চ ২০১৭) পত্রিকাটি এক নিয়মিত ছন্দে চলছে। এই সংখ্যাটিতে একগুচ্ছ উজ্জ্বল কবিতা ও ছড়া লিখেছেন আসরফী খাতুন, মানস চক্রবর্তী, বিধান সাহা, চন্দ্রশেখর ঘোষ প্রমুখ। দিগম্বর দাশগুপ্তের কবিতাটির অমোঘ মর্মবাণী আমাদের ভাবায়, কিছুটা বুঝি সঙ্কুচিতও করে কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই কো। লিমেরিকের উপর লেখা দিগম্বর দাশগুপ্তের প্রবন্ধ–টি লিমেরিক–রচয়িতাদের কাছে বাইবেল–এর কাজ করবে। ছ–টি গল্পের মধ্যে ভালো লাগে সলিল মিত্রের এক পশলা বৃষ্টি। প্রসন্ন কুমার কোলে–র লেখা লোক–সংস্কৃতির উপর নিবন্ধ (ঝাঁকারি গ্রামের চড়ক মেলা) –টি আমাদের বাংলার ঐতিহ্যের প্রতি সচেতনতা ফেরাতে সাহায্য করবে। (পত্রিকার ঠিকানা–দক্ষিণ মল্লিক বাগান, শেওড়াফুলি, হুগলী–৭১২ ২২৩ / 26327923)।

আকিঞ্চন

(সম্পাদক–অরুণ ভট্টাচার্য/বৈশাখ ১৪২৪) পালতোলা নৌকার চমতকার প্রচ্ছদে আকিঞ্চনের বহিরঙ্গে বেশ জেল্লা এসেছে। তবে তাতে প্রতিবাদী ভূমিকার কোনও বদল হয় নি। বলরাম মজুমদারের ভারতের নারী শিক্ষার উপর প্রবন্ধটি পরিশ্রমজাত। আরও একটি ভালো লেখা ডাঃ গৌতম কুমার পালের নিবন্ধটি (সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় শোষণমুক্ত ভারতবর্ষ ..)। বাংলাভাষার হাল–হকিকত, ভবিষ্যত নিয়ে একাধিক লেখা রয়েছে। ভাষার বিকাশ ও প্রসার নিয়ে উদ্বেগ কিন্তু ক্রমবর্ধমান। বাংলাদেশের রামপালে প্রস্তাবিত বিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতায় মুখর হয়েছে আকিঞ্চন। সুন্দরবন অঞ্চলে কি কেবল বাঘ ও পশুরাই থাকে, সেখানকার বহু অঞ্চলের মানুষেরা আজও বিদ্যুতের পরিষেবা পায় না, তাদের কথা কে ভাববে, তাছাড়া গঙ্গার নাব্যতা এখন যেখানে পৌঁছেছে, বড় বড় জাহাজ চলাচলের ভয় দেখানোর প্রয়াস কেন কে জানে! দূষণের আশঙ্কায় ফরাক্কা, ব্যাণ্ডেল, টিটাগড়, বজবজ, কোলাঘাট তাহলে বন্ধ করে দেওয়া হোক! (পত্রিকার ঠিকানা – ১৪৪ জজবাগান, পোঃ হরিদেবপুর, কলকাতা–৭০০ ০৮২ / 9339745724)।

সহযোদ্ধা পত্রিকা

(ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের মুখপত্র– ২রা জুন ২০১৭) বর্তমান সংখ্যাটি প্রয়াত কবি দেবদাস রায়ের স্মরণে উতসর্গীকৃত। প্রয়াত কবির দুটি কবিতাও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এই সংখ্যায়।

বৈশাখী উদ্যম

(সম্পাদক–শিবানী সোম/বার্ষিক সংকলন, বৈশাখ ১৪২৪)– সাহিত্য পত্রিকা কিন্তু পাতায় পাতায় রাজনীতি–ঘঁষো কবিতা ও অন্যান্য রচনা। লিটল ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠান–বিরোধিতা নতুন নয়, কিন্তু সাহিত্যের আরও অনেক বেশী দায়িত্ব থাকে। লেখায় লেখায় রাজ্য কিংবা কেন্দ্র–কে বিদ্রুপ করলে সেই রচনাগুলো আদৌ সাহিত্যপদবাচ্য হল কিনা কে খেয়াল রাখবে! সম্পাদিকা তাঁর কবিতায় মোদি সরকার–কে এক হাত নিয়েছেন। এ সময়ে দেশজুড়ে অন্যতম বিতর্কিত বিষয়–কে নিয়ে এরকম লেখা কোন মহল–কে খুশী করার জন্য জানি না। তুলনায় নিতাই মৃধার কবিতায় (মানুষেরাই মুখোশ পরে) বিদ্রুপ অনেক কাব্যিক। এছাড়াও অরুন্ধতী ভট্টাচার্য, ইলা দাস, আশীষ দাশ, শুভ্রা সাহা ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। শেষের পাতায় রবি ঠাকুরের ধর্মমোহ কবিতাটির পুনঃপ্রকাশ, পাঠকদের সত্যিকারের পাওনা। (পত্রিকার ঠিকানা–১/৫১বি, বিদ্যাসাগর, কল–৪৭/ 9874452820)

সংযোগ

(বৈতালিক গোষ্ঠীর প্রয়াস, বৈশাখ ১৪২৪/সম্পাদকগোষ্ঠীর তালিকা সুদীর্ঘ) বিগত ১৪২৩ সাল জুড়ে বৈতালিক গোষ্ঠীর সমাজ–কল্যাণ মূলক কাজের খতিয়ান রয়েছে। ঠাকুরকবির ঠাকুর রচনাটি (সংকলক সুমিত দাশগুপ্ত)–র ভাবনা অভিনব। বাকী গদ্য রচনাগুলি ধারাবাহিক, সেকারণে মুল্যায়ণ করা সমীচিন হবে না। পত্রিকাটির আয়তন–টি বেশ বড়সড় যদিচ পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ১৪। সাধারণ পত্র–পত্রিকার আয়তনে ঢেলে সাজালে পাঠকদের সুবিধেই হবে মনে হয়।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

একটা ম্যাচ দেখে মাহিকে বিচার করবেন না

অরিঞ্জয় মিত্র

একটা মাত্র ইনিংস দেখে অনেকেই মহেন্দ্র সিং ধোনির বিচার করতে বসে গিয়েছেন। এমনকী পারলে তাঁর পিন্ডি পর্যন্ত চটকে দিতে ছাড়ছেন না এইসব সমালোচকরা। হয়তো তাঁরা ভুলে গিয়েছেন এই ধোনির নেতৃত্বেই সীমিত ওভারের বিশ্বকাপ দীর্ঘ ২৮ বছর পর ঘরে তোলে ভারত। মাহির ক্যাপ্টেনশিপেই ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপে জোড়া সাফল্য, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় সম্ভব হয়েছে। অনেকে বলবেন, ধোনির অধিনায়কত্ব নিয়ে এখানে বিচার হচ্ছে না, তাঁর পারফরম্যান্সকে দাঁড়িপাল্লায় ফেলা হচ্ছে। এক্ষেত্রেও তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যেতে পারে মহেন্দ্র সিং ধোনি গত ১ -২ বছরে তাঁর প্রদর্শনের দিকেও কোহলিদের থেকে কোনও অংশে কম যাচ্ছেন না। এহেন মাহি একটা মাত্র ম্যাচে স্লো ব্যাটিং করল কি করল না তা নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে যাবতীয় ময়না তদন্ত। তবে তাতে ধোনির কৃতিত্ব কোনও অংশে কমবে না। বরং যাঁরা এই সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছেন তাঁরাই একদিন নিজেদের থুতু গিলতে বাধ্য হবেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মাটিতে ধোনি চতুর্থ একদিনের ম্যাচে অত্যন্ত মন্থর গতিতে ব্যাট করেছেন। শতাধিক বলে হাফ সেঞ্চুরি ধোনির ক্রিকেট কেরিয়ারে কার্যত বিরল। তাও একটা মাত্র ম্যাচ দেখে ধোনির বিরুদ্ধে মিডিয়া ও সমালোচকদের যে অংশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয় ভারতের কিংবদন্তী ওপেনার তথা প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল মনোহর গাভাসকারের কথা। ১৯৭৯-এ তৎকালীন বিশ্বকাপের ম্যাচে পুরো ৬০ ওভার (তখন ষাট ওভারের ম্যাচ হত) ব্যাট করে গাভাসকার করেছিলেন মাত্র ৩৬ রান। সারা দুনিয়া জুড়ে সেইসময় রে রে করে উঠেছিলেন বহু ক্রিকেট পন্ডিত তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার। তাও গাভাসকারের কৃতিত্ব কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। তাই তো সানি গাভাসকার এখনও ক্রিকেট বিশ্বের একটি নাম। শচীন তেন্ডুলকার কি আজকের বিরাট কোহলিদের নিয়ে যত আলোচনাই উঠুক না কেন, গাভাসকারের প্রশংসায় আজও পঞ্চমুখ হয় ক্রিকেট দুনিয়া। একটি ম্যাচের নিরিখে গাভাসকারকে বিসর্জন দিতে পারেনি কেউই। তাৎক্ষণিক সমালোচনা থেমে গিয়েছে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতোই।

মহেন্দ্র সিং ধোনির জীবনের এই মন্থরতম ইনিংসে ভারত ক্যারিবিয়ানদের কাছে পরাজিতও হয়েছে। এজন্যই হয়তো সমালোচকদের সুর আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। অথচ এই সিরিজে ধোনির পারফরম্যান্স কিন্তু মোটেই খারাপ নয়। শিখর ধাওয়ানের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে তার খেলার মাপকাঠি। সেদিক থেকে অধিনায়ক কোহলি একেবারেই রানের মধ্যেই নেই। তা তিনি যত বড় ব্যাটসম্যানই হোন না কেন। তাছাড়া ক্যাপ্টেন হিসেবে কোহলির সাম্প্রতিক রেকর্ডও মোটেই ভালো নয়। বিশেষ করে কোচ কুম্বলের বিদায় পর্ব থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে টস জিতেও ফিল্ডিং নেওয়া, মাঠে ধোনির মতো সিনিয়র থাকা সত্বেও তাঁর পরামর্শ না নেওয়া সর্বোপরি দুর্বল অধিনায়কত্বের পরিচয় দেওয়া সবকিছুই বিরাটের বিরুদ্ধে গিয়েছে। এমতাবস্থায় ২০১৯ বিশ্বকাপের আগে ধোনিকে চট করে সরিয়ে দেওয়া বা বসিয়ে দেওয়া চরম অনুচিত হবে। বরং ধোনির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভারতকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। তবে গিয়েই সামনের বিশ্বকাপে লড়াই করার মতো জায়গা থাকবে টিম ইন্ডিয়ার। এখন নিজেদের মতো করে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে ধোনির খেলা বা আক্রমণাত্মক মনোভাব যে পাল্টে গিয়েছে তা নয়। আগের থেকে অন্য দায়িত্বে নিজেকে রূপান্তরিত করেছে মাহি। এখন তিনি নামছেন মিডল অর্ডারে, ৫ নম্বরে। এই জায়গায় এসেই দুমদাম না চালিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করছেন তিনি। এর ফলে কি হচ্ছে আর আগের মতো হেলিকপ্টার বা অন্যান্য শটের ফুলঝুরি বের হচ্ছে না তার ব্যাট থেকে। এর ফলে একদল বিশেষজ্ঞ বুঝিবা ধরেই নিচ্ছেন ধোনি ইজ ফিনিশ। কিন্তু এদের থোতা মুখ ভোঁতা করে ধোনি যে আবার স্বমহিমায় ফিরে আসবেন সে বিষয়ে নিশ্চিত অনেক ভারতীয় তথা বিশ্ব ক্রিকেটের তারকা। তাঁদের মতে ধোনির ক্ষেত্রে একটা বিবর্তন ঘটেছে মাত্র। যা তাঁকে আগের থেকেও দায়িত্ব নিয়ে খেলার ভূমিকা এনে দিয়েছে। অনেকটা অ্যাঙ্করের মতো সারা ম্যাচটা টানবার চেষ্টা করছেন তিনি। হয়তো একটা ম্যাচ তাতে ফ্লপ গিয়েছে (যে পিচে খেলা হয়েছে তার মন্থরতাও অন্যতম কারণ) কুছ পরোয়া নেহি। হয়তো পরের ম্যাচ থেকেই ফের গর্জে উঠবে মাহির সেই ফেভারিট হেলিকপ্টার শট।

২০১৯ পর্যন্ত ধোনিকে দলে শামিল রাখলে অধিনায়ক কোহলি একজন মেন্টরও পাবেন। হঠাৎ করে তাঁর মাথা গরম করা বা উত্তেজিত হয়ে পড়া সবকিছুকেই ম্যানেজ করে নিতে পারবেন 'ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল' প্রাক্তন অধিনায়ক ধোনি। সুতরাং আশা করা যায় নির্বাচকরাও অহেতুক কোনও হঠকারিতা দেখাবেন না এ বিষয়ে। কুম্বলেকে না মানতে পারুক, মাঠে ধোনির শীতল মস্তিষ্কের প্রয়োজন পড়তেই পারে কোহলি ও তার নেতৃত্বাধীন টিম ভারতের।

আইএসএল ঘেঁটে দিচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের ভাবাবেগ, সাধু সাবধান

পাঁচুগোপাল দত্ত

ফুটবলটা কেমন যেন ঘেঁটে যাচ্ছে। বিশেষ করে আইএসএল আসার পর আই লিগের অবস্থান যেন বিশ বাঁও জলে। ফুটবলের ভাবাবেগ-উচ্ছ্বাস বনাম পেশাদারিত্বের ঘনঘটা, লড়াইটা এখন এই জায়গাতেই। সমর্থক প্লাবিত স্টেডিয়ামের থেকেও গ্ল্যামারের ঝলকানি যেন তাৎক্ষণিকভাবে সমাদর পাচ্ছে। আই লিগ যে

দুয়োরাণী হয়ে উঠেছে তার পিছনেও যেন কাজ করছে বড় অঙ্কের টাকার হিসেবে। যাতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে নাম জড়িয়ে গিয়েছে সর্বোচ্চ ফুটবল ফেডারেশনের। ফলে পরিস্থিতি ক্রমশ তলানিতে ঠেকছে। নীতা আম্বানীদের ইন্ডিয়ান সকার লিগে প্রচুর অর্থ, নাম যশ, বিদেশি তারকাদের সঙ্গে মোচ্ছব করার সুযোগ। যা অত্যন্ত সীমিত আই লিগ পরিকাঠামোয়। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যতই আমরা (কলকাতার কথাই যদি ধরা যায়) এটিকে বা অ্যাটলিটেকো-কে নিয়ে নাচানাচি করি না কেন, সেই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বা নিদেনপক্ষে মহমেডানের সমর্থকরাই গিয়ে মাঠ ভরাচ্ছেন। তা যুবভারতীর বড় মাঠ হোক আর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের সীমিত পরিসর হোক না কেন।

সমর্থক বলতে কলকাতা তথা বাঙলার সমর্থকদের জুড়ি নেই কোথাও। এই উপচে পড়া জনসমর্থন পাওয়া কী চাট্টিখানি কথা। অথচ সেই সমর্থকদের ভাবাবেগই আজ উপেক্ষিত হতে চলেছে। ভাবতে পারেন এর ফলে কোন জায়গা গিয়ে ঠেকছে ফুটবলটা। একবার কলকাতার ফুটবল পাগল পাবলিক যদি আইএসএলের সময় মাঠে যাওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে কি পরিণতি হবে ভেবে দেখেছেন কি। সেটাই হয়তো একদিন বাস্তব চিত্র হয়ে দাঁড়াবে। কিংবা আড়াআড়িভাবে ভারতের ফুটবল কর্তারা দুভাগে ভাগও হয়ে যেতে পারে এই স্পর্শকাতর ইস্যুকে সামনে রেখে। সেক্ষেত্রে এই বিপ্লবের পটভূমি হয়ে উঠতে পারে সেই ফুটবল মক্কা কলকাতাই। তলে তলে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান কর্তারা এ বিষয়ে কোনও ঘোঁট পাকাচ্ছেন কি না তাও তো ঠিক জানা যাচ্ছে না। একসময় ফুটবলাররা আদর পেত জামাইয়ের মতো। বলাবাহুল্য, ফুটবল ক্লাবগুলো ছিল তাঁদের শ্বশুড়বাড়ির মতো। বিশেষ করে ফুটবল মক্কা বলে ভারতে পরিচিত কলকাতার অলিগলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন শুধই ফুটবল। অথচ সেই ফুটবলের অবস্থাই আজ এখানে দুয়োরাণীর মতো। ক্রিকেটের দাপটে ফুটবলের যে এই দুরাবস্থা এই যুক্তিটাই উঠে আসছে সামনে। তবে শুধু ক্রিকেট নয়, প্রোমোটারদের কোপে জমির আকালও ফুটবলের কৌলিন্য হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ। তাও সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালোর ইঙ্গিত অবশ্যই রয়েছে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০-১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। এর সঙ্গে যোগ করতে প্রফুল্ল পটেলের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের কথাও। সেই ফেডারেশন বা আইএফএফের উচিত আইএসএলের প্রতি অহেতুক পক্ষপাতিত্ব দেখাতে গিয়ে কলকাতা তথা দেশের সেরা ক্লাবগুলির পথে বাধা না তৈরি করা।

বস্তুত ভারতীয় ফুটবলের এই আশাব্যাঞ্জক সময় দেশের দুই প্রান্ত থেকে উঠে আসা দুটি দল বেঙ্গালুরু এফসি এবং আইজল এফসি প্রমাণ করছে দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। এর সঙ্গেই আবার যোগ হতে চলেছে এদেশে আরম্ভ হতে চলা ফুটবল বিশ্বকাপ। যা ভারতের ফুটবলের মাইলেজ অনেকটাই বাড়াবে। বাংলার দলগুলোই এই লড়াইয়ে খানিকটা পিছিয়ে। তাও মোহনবাগান গত ৩-৪ বছর সাধ্যমতো লড়াই তুলে ধরলেও ইস্টবেঙ্গল কিন্তু ডাহা ফেল। এই জায়গাতে মনোনিবেশ করতে হবে বাংলার তামাম ফুটবল কর্তা তথা ফুটবলপ্রেমীদের।

যদিও এবার লাল-হলুদ যে দল গড়েছে তা যথেষ্ট আশাব্যাঞ্জক করে তুলছে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের। অনেক দিন পর ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মধ্যে সেই উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা বেশ কিছুদিন একরকম গায়েব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র ভালো ট্রেনার বা কোচ এলেই তো হবে না। ফুটবলারদের মাঠে নেমে নিজেদের মেলে ধরতে হবে। তবেই গিয়ে সম্পূর্ণ হবে সমর্থকদের আশা প্রত্যাশা।

দল গোছাচ্ছে ইস্ট-মেডান, খানিক পিছিয়ে বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: নয়া মরসুমের আগে আইএসএল বিড়ম্বনার মাঝেই গুছিয়ে দল গড়ার কাজে হাত লাগিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান। মোহনবাগান আপাতত সেই তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। বাগানের দুর্গ তছনছ করে ইস্টবেঙ্গল সবুজ-মেরুনের গত কয়েক বছরের সাফল্যের অন্যতম কারিগর ফিজিক্যাল ট্রেনার গার্সিয়া তুলে নিয়েছে। যা ইস্টবেঙ্গলকে অনেকটাই সমৃদ্ধ করে তুলবে বলে মনে করছে ফুটবল মহল। এছাড়াও ইস্টবেঙ্গলের এবার ভালো মানের কয়েকজন বিদেশি ফুটবলারকে দেখা যেতে চলেছে যা সমর্থকদের রীতিমতো পুলকিত করে তুলেছে। কোচ হিসেবে আইজল এফসিকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন করা খালিদ জামালকে এনে ইস্টবেঙ্গল আরও বড় চমক দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে মোহনবাগানের বাজেটে না পোষানো তারকা সনি নর্ডিকে নিতে পারে ইস্টবেঙ্গল। এ ব্যাপারে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলি, তুষার রক্ষিতদের দায়িত্ব দিয়েছে ক্লাব কর্তারা। এমন গুঞ্জনই শোনা যাচ্ছে ময়দান জুড়ে।

মহমেডানও এই ভাঙা বাজারেও স্মরণকালের মধ্যে সেরা দল গড়তে চলেছে। ডিকার মতো বিদেশি তারকা যে আবার গত আই লিগের সর্বোচ্চ স্কোরারও বটে তাঁকে ছিনিয়ে নেওয়া নিশ্চিতভাবে বড় মাস্টার স্ট্রোক সাদা-কালো শিবিরের। মহমেডানে খেলতে দেখা যাবে কালুর মতো অভিজ্ঞ বিদেশিকেও। এছাড়াও আরও কয়েকজনের নাম চলে আসছে আলোচনায়। বিশেষ করে মহমেডান যে এইভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে দল গড়ছে এটা কলকাতার ফুটবলের পক্ষে সামগ্রিকভাবে খুব ভালো খবর।

এর মধ্যে গোঁদের ওপর বিষফোঁড়া হিসেবে বিদেশি ফুটবলার বাড়ানো নিয়ে আবার দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে দেশের

ফুটবল ক্লাবগুলি। ৮ বিদেশি ফুটবলার মেনে নেওয়ার পক্ষে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, চার্চিল ব্রাদার্সরা। আবার এর বিরোধিতা করছে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন আইজল এফসি, শিলং লাজংরা। এর ফলে নতুন ঝামেলা গজাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

নিজে কর

নিজের পছন্দ মতো জামা পড়তে ইচ্ছা করছে? কোনও অসুবিধা নেই। সাদা বা যে কোনও রঙের জামা নাও। আর ক্যাপসিকাম বা আলুর অথবা পছন্দ মতো আনাজের

মাথার দিকটা অল্প করে কেটে নাও। দেখবে বিভিন্ন আকারের রূপ নিয়েছে। এবার জামার রঙ অনুযায়ী ফেব্রিক রঙ পছন্দ করে জল দিয়ে গুলে নাও একটা বাটিতে। এক বা একাধিক রঙও ব্যবহার করা যায়। এবার নিজের পছন্দ মতো কাটা আজানগুলো রঙের মধ্যে চুবিয়ে জামায় ছাপ দিতে থাকো দেখবে অন্য ধরনের জামা তৈরি হয়েছে। বাজারের নিছক সকলের একই রকমের জামা থেকে অনেকটাই আলাদা। আর রঙ শুকিয়ে যাওয়ার পর পড়লে নিজের হাতের প্রিন্ট করা জামা পড়তেও বেশ ভালো লাগবে আর বন্ধুদের চমকে দিতে চটপট বানিয়ে ফেলো বড়দের সাহায্য নিয়ে।

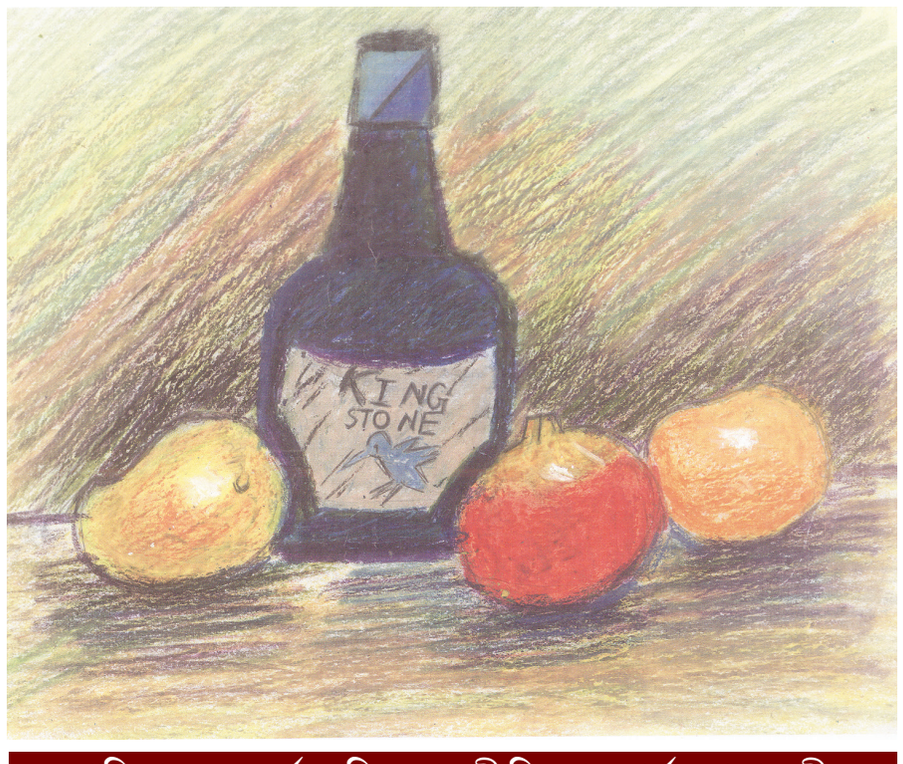

ঋত্বিকা বসু, চতুর্থ শ্রেণি, মহাদেবী বিড়লা ওয়ার্ল্ড অ্যাকাডেমী

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com